ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

একাদশ জাতীয় সংসদ

রাবেয়া আক্তার কনিকা, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার

২৭ মে ২০২৪

২ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- জাতীয় সংসদ গণতন্ত্র, সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম
- সংবিধান অনুযায়ী জন-প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ *[অনুচ্ছেদ ৬৫ (১) ও ৭৬ (২) (গ)]*
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২-তে সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ
- ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০’ অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ
  - *‘সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ’ (লক্ষ্য ১৬.৬)*
  - *‘সকল স্তরে সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা’ (লক্ষ্য ১৬.৭)*
- ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অঙ্গীকার
  - *জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ*
  - *দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা*

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা...

- বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) কর্তৃক সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংসদকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক বাংলাদেশে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদীয় কার্যক্রমের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা বিষয়ক অঙ্গীকার
- ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, যদিও নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি
- ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়ে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২৫টি অধিবেশন সম্পন্ন
- টিআইবি'র ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদের সম্পূর্ণ মেয়াদের ওপর এটি একটি সমন্বিত প্রতিবেদন, যেখানে একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও কার্যকারিতা সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে

উদ্দেশ্য ও পরিধি

সার্বিক উদ্দেশ্য

- একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সংসদ অধিবেশন এবং সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদ ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা

পরিধি

- একাদশ জাতীয় সংসদের (জানুয়ারি ২০১৯-নভেম্বর ২০২৩) সংসদীয় ও স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম

গবেষণা পদ্ধতি, তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহ

গবেষণা পদ্ধতি

- মিশ্র (গুণগত ও পরিমাণগত) পদ্ধতির গবেষণা

তথ্যের ধরন

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস

- সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড
- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা ও গবেষক)

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

- সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী; সরকারি গেজেট; বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্য; প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন; বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

- সংসদ অধিবেশনের প্রায় ৮৬৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিটের রেকর্ডিং হতে অনুলিপি প্রণয়ন
- অনুলিপি ও নথিপত্র হতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও বিষয়বস্তু ভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত

৬ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

মূল বিষয়	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
সংসদ ও সংসদ সদস্যদের পরিচিতি	সংসদের আসন বিন্যাস; সদস্যদের পেশা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্যান্য তথ্য এবং কার্যক্রম
রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ধন্যবাদ প্রস্তাব	রাষ্ট্রপতির বক্তব্য এবং সদস্যদের বক্তব্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ
আইন প্রণয়ন কার্যক্রম ও বাজেট	বিল পাসের হার ও ব্যয়িত সময়; আইন প্রণয়ন ও বাজেট কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ
জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম	প্রশ্নোত্তর পর্ব; কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন বিধি (৬২, ৭১, ১৪৭, ১৬৪, ২৭৪ ও ৩০০); পয়েন্ট অফ অর্ডার; সিদ্ধান্ত প্রস্তাব-এ সদস্যদের অংশগ্রহণ, আলোচ্য বিষয়বস্তু ও ব্যয়িত সময় এবং স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম
সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনে সদস্যদের দক্ষতা ও প্রস্তুতি; সদস্যদের আচরণ; উপস্থিতি; সংসদ বর্জন; ওয়াক আউট; কোরাম সংকটের ব্যয়িত সময় ও এর প্রাক্কলিত অর্থ মূল্য এবং সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা
সংসদীয় কার্যক্রমের উন্মুক্ততা	সংসদীয় কার্যক্রমের গণপ্রচারণা এবং তথ্যের উন্মুক্ততা
অন্যান্য বিষয়	**অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**
নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন	সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা

আসন বিন্যাস ও সদস্যদের মৌলিক তথ্য***

আসন বিন্যাস (৩৫০টি)

- সরকারি দল ৩১২টি (৮৯.২%)
- প্রধান বিরোধী দল ২৬টি (৭.৪%)
- অন্যান্য বিরোধী দল* ১২টি (৩.৫%)

লিঙ্গভিত্তিক হার

- নির্বাচিত আসন (৩০০টি): পুরুষ ৯২.৩% ও নারী ৭.৭%
- সংরক্ষিত আসনসহ (৩৫০টি): পুরুষ ৭৯.১% ও নারী ২০.৯%

* অন্যান্য বিরোধী দলের মধ্যে বিএনপি, গণফোরাম ও স্বতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত

** সকল বিশ্লেষণে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বছরের আসন বিন্যাস এবং সদস্যদের হলফনামার তথ্য বিবেচনা করা হয়েছে

সদস্যদের বয়সভিত্তিক হার (শতাংশ)

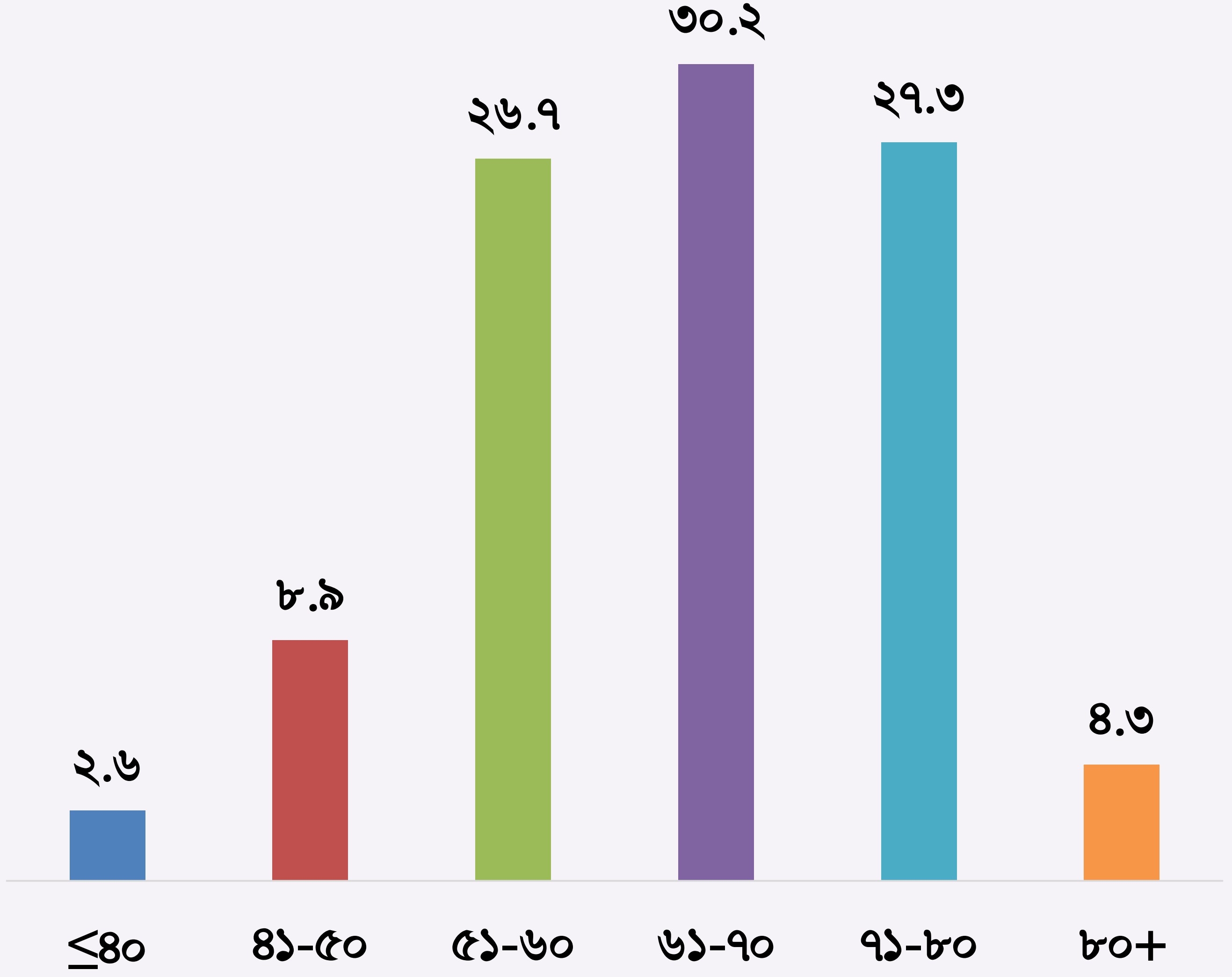

আসন বিন্যাস ও সদস্যদের মৌলিক তথ্য...

পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

- সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য পেশায় ব্যবসায়ী (একাধিক পেশা বিবেচনা করে)
- ১২ জন সদস্য স্বশিক্ষিত এবং একজন সদস্য স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন

অন্যান্য তথ্য

- সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য প্রথম মেয়াদে নির্বাচিত (৩৫.৪%)
- ১০.০% সদস্য পঞ্চম বা ততোধিক মেয়াদে নির্বাচিত
- ১২৪ জনের বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৫ জনের বিরুদ্ধে নির্বাচনকালে ফৌজদারি মামলা ছিল (সর্বনিম্ন ৭টি হতে সর্বোচ্চ ৩৮টি মামলা)
- ঋণগ্রস্ত ১৪৭ জন, যার মধ্যে ব্যাংকে ঋণগ্রস্ত ৮৩ জন

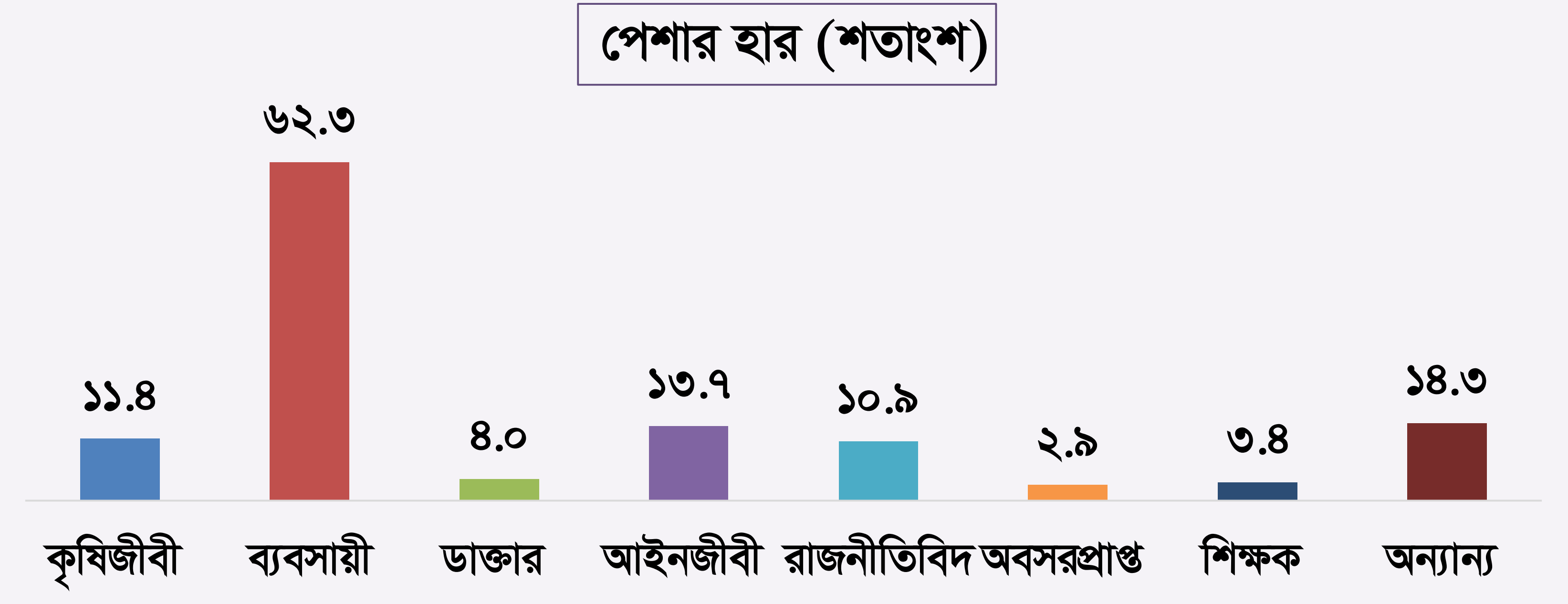

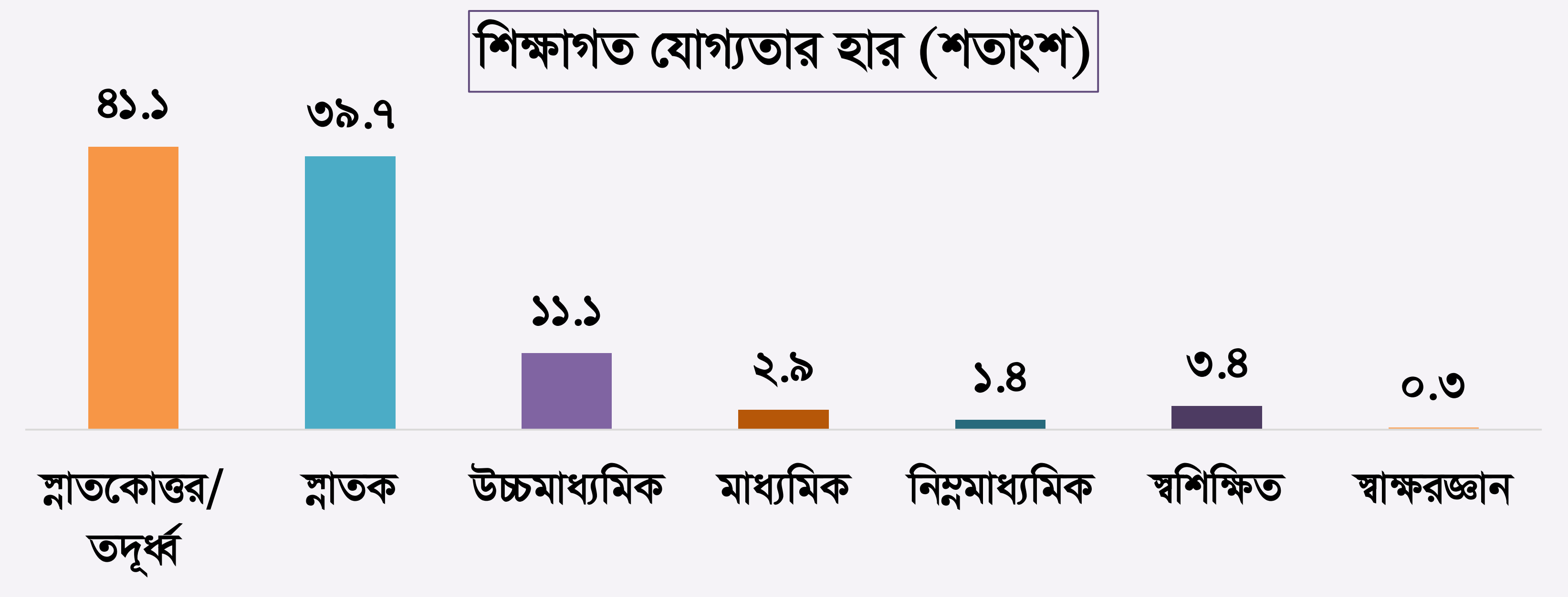

কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

মোট কার্যদিবস ও ব্যয়িত সময়

- মোট কার্যদিবস ২৭২ দিন
- মোট ব্যয়িত সময় ৯৬১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট
- কার্যদিবসপ্রতি গড় ব্যয়িত সময় ৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট

মধ্যবর্তী বিরতিকাল

- দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতিকাল গড়ে ৫৪ দিন
- সর্বনিম্ন বিরতিকাল ৩৭ দিন এবং সর্বোচ্চ বিরতিকাল ৫৯ দিন

দীর্ঘতম অধিবেশন*

- প্রথম অধিবেশন
  - *২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত*
  - *কার্যদিবস ২৬ দিন, মোট ব্যয়িত সময় ১১৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট)*

সংক্ষিপ্ততম অধিবেশন*

- সপ্তম অধিবেশন (করোনা মহামারীর সময়ে নিয়ম রক্ষার্থে অনুষ্ঠিত অধিবেশন)
  - *২০২০ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত*
  - *কার্যদিবস ১ দিন, মোট ব্যয়িত সময় ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট*

*ব্যয়িত কর্মঘণ্টা বিবেচনায়

কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার...

➢ বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে মোট ৮৬৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট*

কার্যক্রমভিত্তিক ব্যয়িত সময়ের হার (শতাংশ)

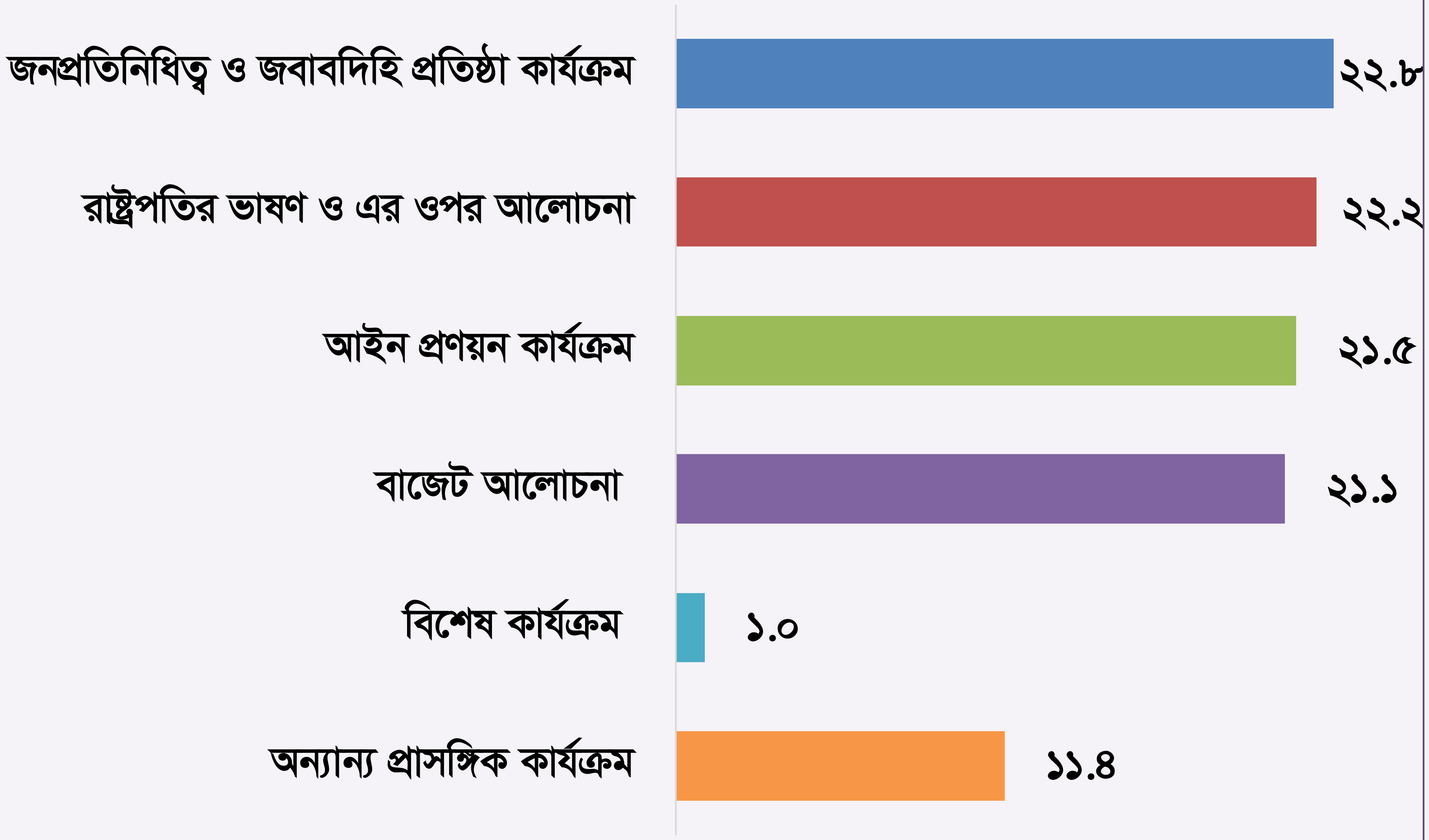

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম: প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিভিন্ন বিধিতে (৭১, ১৪৭, ৬২, ১৬৪, ২৭৪ ও ৩০০) আলোচনা, পয়েন্ট অফ অর্ডার, বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব এবং কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন

বিশেষ কার্যক্রম: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার, পদ্মা সেতুর ওপর প্রামাণ্য চিত্র, বিশেষ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ আলোচনা

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম: কোরআন তেলাওয়াত, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, সভাপতিমণ্ডলী মনোনয়ন, কমিটি গঠন, শোক প্রস্তাব, সমাপনী বক্তব্য, দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বক্তব্য, উপস্থাপনীয় কাগজপত্র এবং সংসদ পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম

* কার্যক্রমে মোট ব্যয়িত সময় = (সংসদের মোট ব্যয়িত সময় - মোট বিরতিকাল)

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

- বছরের প্রারম্ভিক পাঁচটি অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাঠে ব্যয় ৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ০.৫%
- ভাষণে সরকারের অর্জন বিষয়ক আলোচনার প্রাধান্য (ব্যয়িত সময়ের ৭৮.৭%)
- ভাষণে দেশের সার্বিক অবস্থার চিত্র এবং দেশের অগ্রগতির জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনার ঘাটতি

"...ভাষণে নতুনত্ব কিছু নেই...ভাষণে উন্নয়নের ফিরিস্তি। ভাষণের শেষ অংশে কিছু আহ্বান করেছেন। ভাষণে কোনো বৈষম্যের কথা উল্লেখ নেই..."

- প্রধান বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য

"...মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ সরকারদলীয় পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। কেবলমাত্র সরকারের গুণগান গেয়েছেন যা কাম্য ছিল না..."।

- অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য

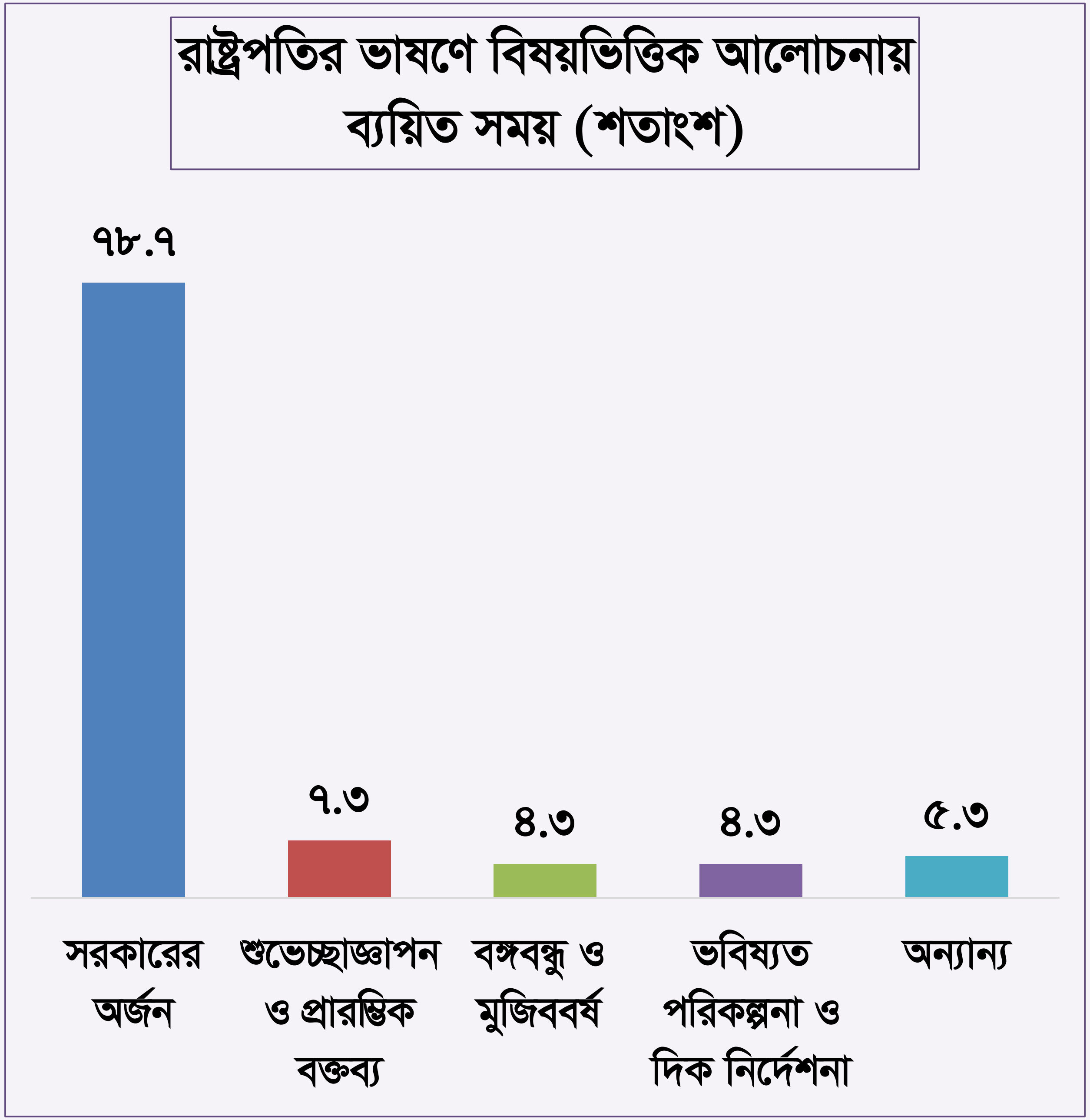

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব

- ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনায় ব্যয় ১৮৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২১.৮%
- সরকারি দলের ৮৬.২%, প্রধান বিরোধী দলের ১১.২% এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ২.৬% সময় ব্যয়

সরকারি দলের আলোচ্য বিষয়সমূহে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

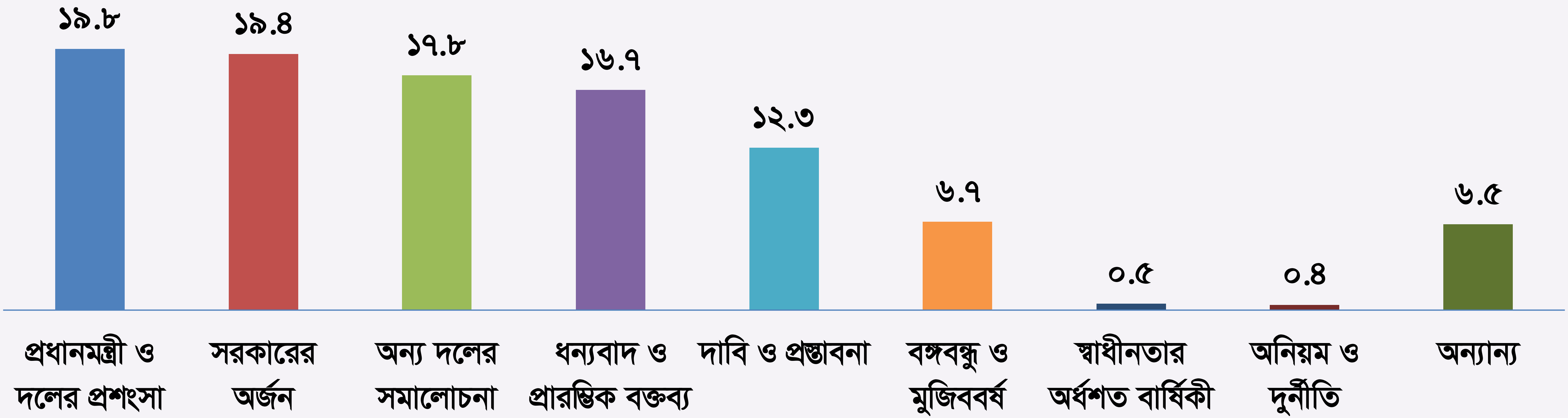

প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ (সরকারি দল): প্রধানমন্ত্রী ও দলের প্রশংসা; সরকারের অর্জন; এবং অন্য দলের সমালোচনা

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব...

প্রধান বিরোধী দলের আলোচ্য বিষয়সমূহে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

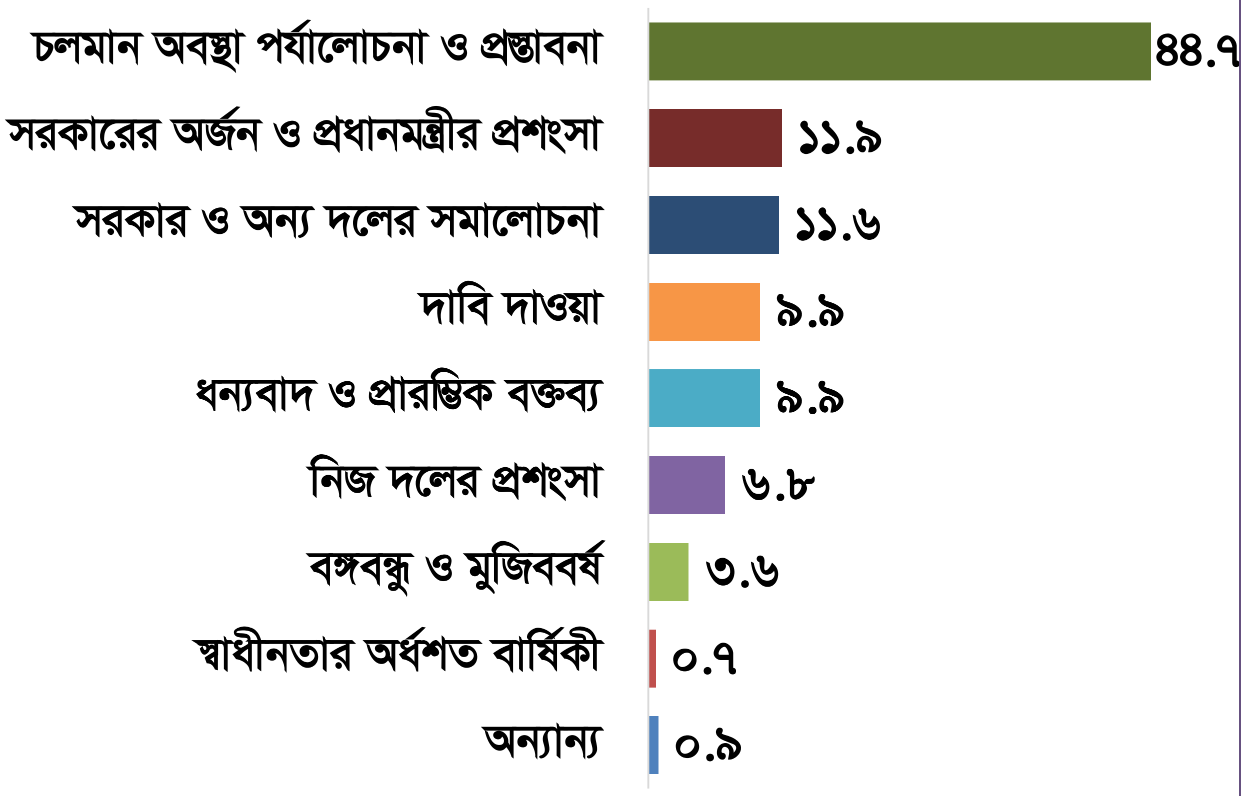

অন্যান্য বিরোধী দলের আলোচ্য বিষয়সমূহে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

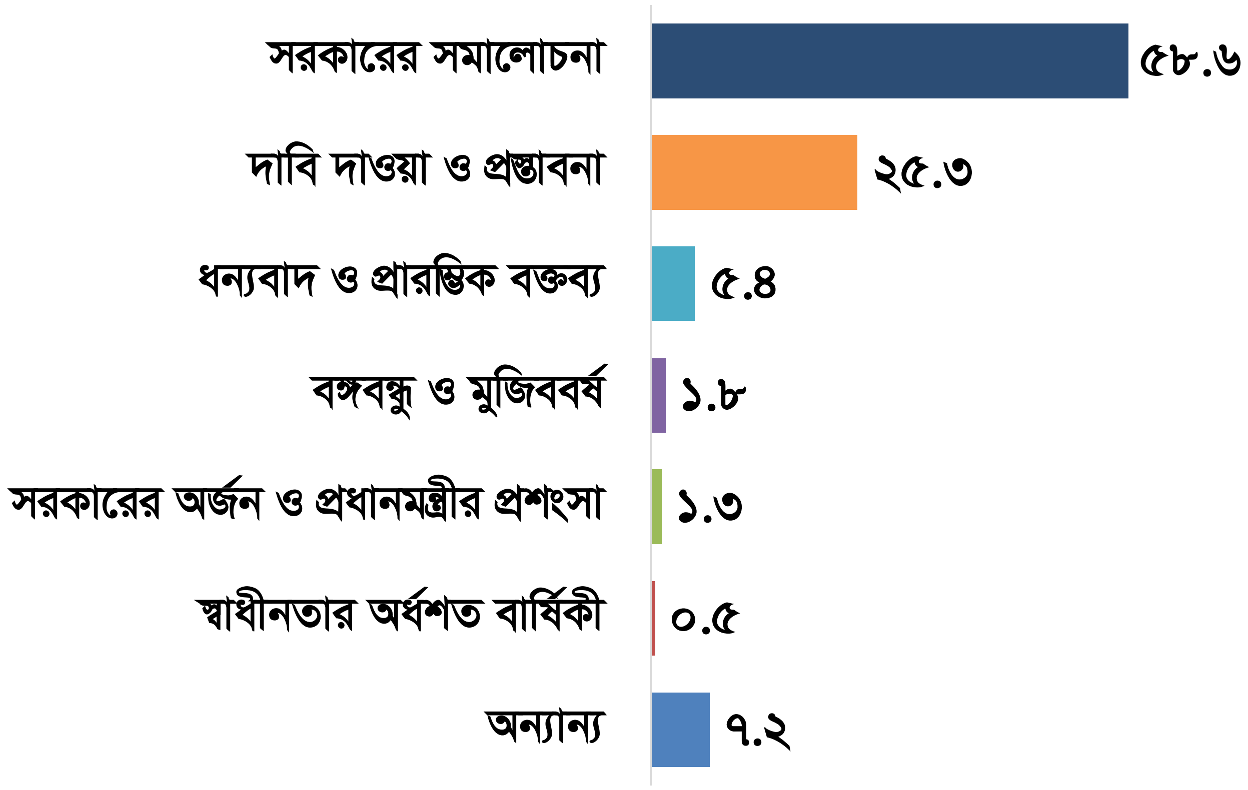

প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ (প্রধান বিরোধী দল): চলমান অবস্থার পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা; সরকারের অর্জন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা; এবং সরকার ও অন্য দলের সমালোচনা

প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ (অন্যান্য বিরোধী দল): সরকারের সমালোচনা; এবং বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও প্রস্তাবনা

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন)

ব্যয়িত সময়

- ১৮৫ ঘণ্টা ৮ মিনিট (সংসদ কার্যক্রমের ২১.৫% সময়)
- *২০১৯-২০-এ যুক্তরাজ্যে এই হার প্রায় ৪৯.৩% এবং ২০১৮-১৯-এ ভারতের ১৭তম লোকসভায় এই হার ৪৫.০%*

উত্থাপিত বিলের সংখ্যা

- ১৫৫টি (সরকারি বিল ১৫৪টি এবং বেসরকারি বিল ১টি)

পাসকৃত বিলের সংখ্যা*

- ১৫০টি (নতুন বিল ১০৮, সংশোধনী বিল ৪০টি এবং রহিতকরণ বিল ২টি)
- ৫ম বছরে অধিবেশন প্রতি গড়ে প্রায় ১৬টি বিল পাস, যা ১ম চার বছরের তুলনায় ৩গুণেরও বেশি

সংসদে সর্বনিম্ন সময়ে পাসকৃত বিল

- ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০২০

সংসদে সর্বোচ্চ সময়ে পাসকৃত বিল

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল, ২০২২

কার্যক্রম	ব্যয়িত সময়		
	গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
সংসদে বিল পাস	১ ঘণ্টা ৮ মি.	২৮ মি.	৩ ঘণ্টা ২৫ মি.
বিল উত্থাপন হতে গেজেট পাস	৯১ দিন	১ দিন	৩৭৫ দিন

সংসদে বিল পাসে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

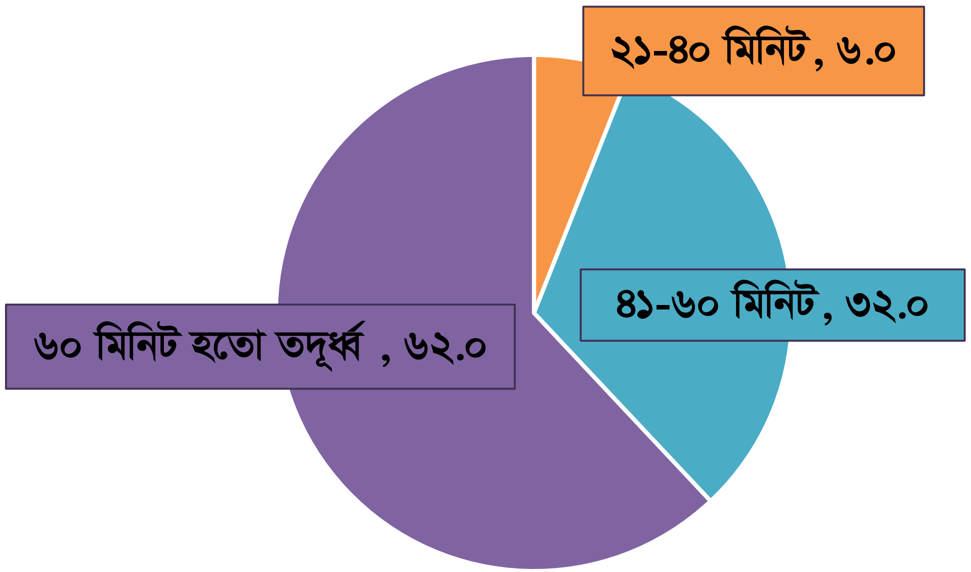

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন)...

আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ

- আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ঘাটতি; বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে ২৮ জন (৮.০%) সদস্যের আলোচনায় অংশগ্রহণ
- মোট নোটিশের প্রায় ৯৯% উপস্থাপিত হয় প্রধান ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্যের পক্ষ হতে
- সরকারি দলের সর্বমোট ৯ জন সদস্যের ৫টি বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব এনে আলোচনায় অংশগ্রহণ
- বিল প্রতি গড়ে প্রায় ৭ জন সদস্য জনমত যাচাই বাছাই এবং ৬ জন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন
- বিলের ওপর আনীত সকল আপত্তি ও জনমত যাচাই বাছাই প্রস্তাব নাকচ
- একটি বিলের ক্ষেত্রে সকল নোটিশদাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ প্রত্যাহার করে বিল পাস না করার আহ্বান

বিলের ওপর নোটিশ	অংশগ্রহণকারী সদস্য		বিলের সংখ্যা	নোটিশের পরিণতি
	মোট	শতাংশ		
বিল উত্থাপনে আপত্তি	২	০.৬	৪১	নাকচ
জনমত যাচাই বাছাই	১৮	৫.১	১৫০	নাকচ
সংশোধনী	২৪	৬.০	১৪৯	নাকচ/আংশিক গৃহীত

"...সংসদের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সরকারের যেকোনো প্রস্তাবে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অটুট থাকে... সংশোধনগুলো গ্রহণ বা বর্জন সরকারের মর্জির ওপর নির্ভরশীল থাকে। সংসদ কার্যত আইন প্রণয়নে, শুধু সরকারি আইন প্রণয়নে বৈধতা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার জন্য সক্ষম নয়..."

- প্রধান বিরোধী দলের একজন নেতা

"...আইন পাসের ক্ষেত্রে মূলত প্রক্রিয়া অনুসরণই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আইন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ বা গঠনমূলক কোন বিতর্ক এক্ষেত্রে অনুপস্থিত..."

- একজন মুখ্য তথ্যদাতা

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন)...

বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব

- পাসকৃত ৬০ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে কোন সংশোধনী গৃহীত হয়নি এবং ৪০ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে আংশিক ভাবে সংশোধনী গৃহীত হয়েছে
- প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব থাকলেও সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে শব্দ সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপনই প্রাধান্য পেয়েছে

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্থাপিত প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে বিরোধী দলের অতীত ইতিহাস, বিলের প্রয়োজনীয়তা, যথেষ্ট যাচাই-বাছাই পূর্বক বিলের প্রস্তাব উত্থাপিত ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিলের ওপর প্রদত্ত নোটিশসমূহ খারিজ
- নোটিশ খারিজ করার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করায় নোটিশ প্রদানকারীদের একাংশের অসন্তোষ প্রকাশ
- সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বিলের ওপর উত্থাপিত অধিকাংশ নোটিশসমূহ খারিজ হয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সংশোধনী ছাড়াই বিল পাস

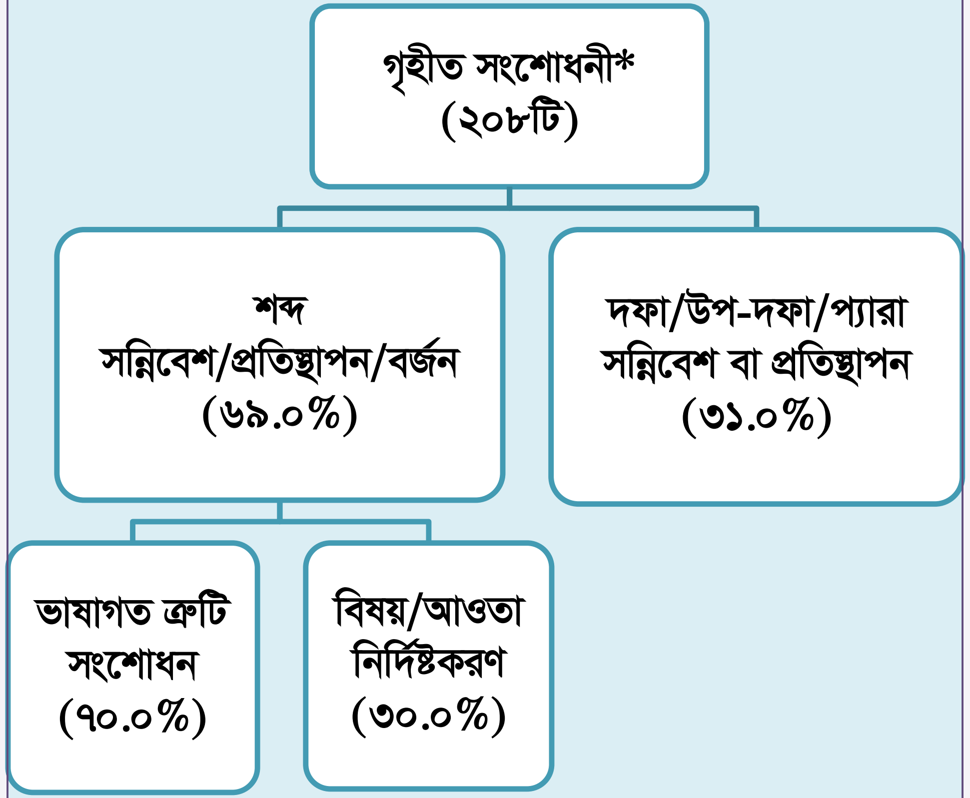

*একটি বিলের ওপর প্রদত্ত একই ধরনের সংশোধনী একটি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে

বাজেট কার্যক্রম

➢ বাজেট কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় ১৮০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২১.১% এবং নির্ধারিত বাজেট অধিবেশনের ব্যয়িত সময়ের ৫৮.৯%

বাজেট কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

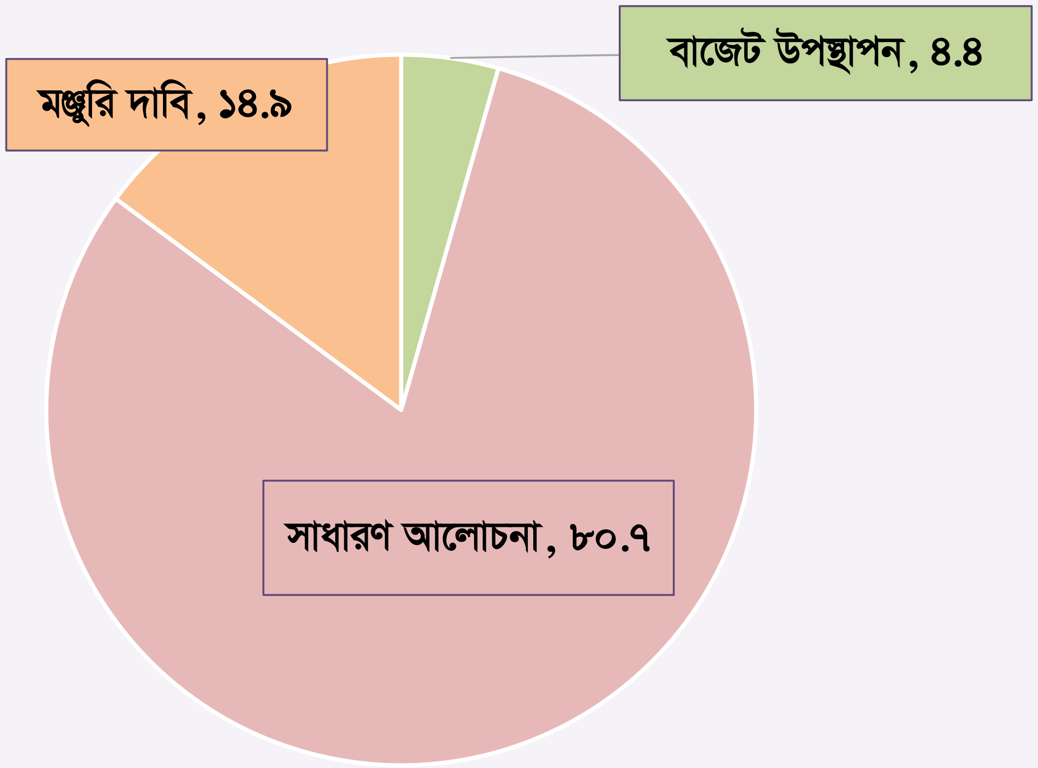

বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

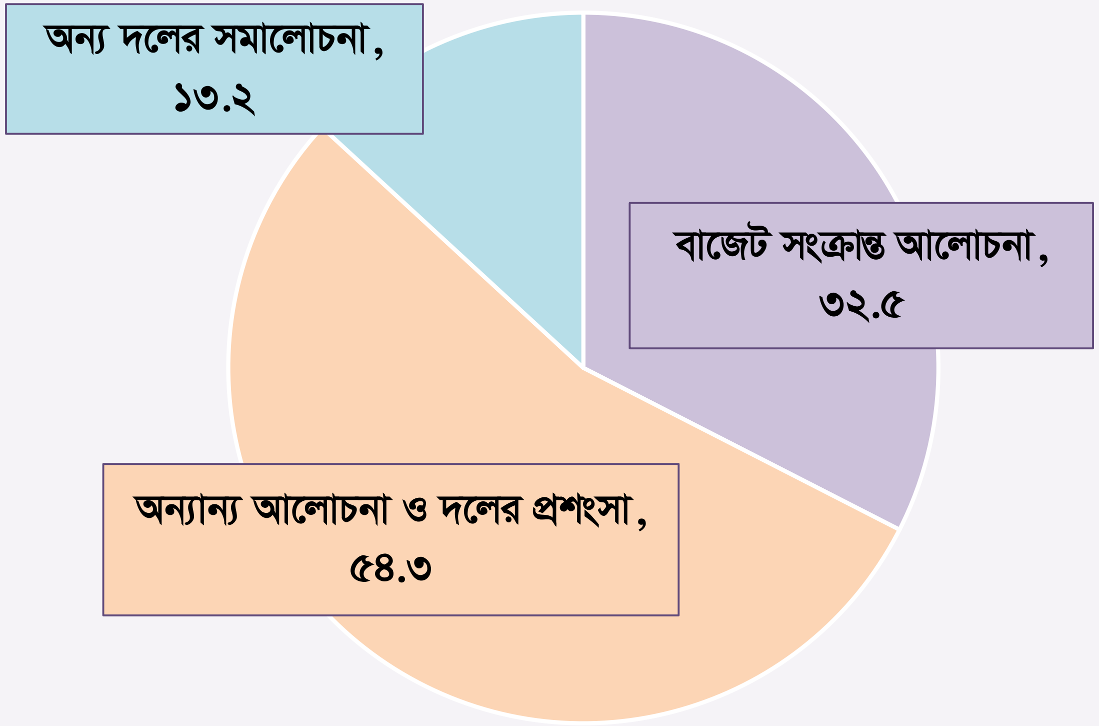

- বাজেট বিষয়ক আলোচনার দুই-তৃতীয়াংশ (৬৭.৫%) সময় বাজেটবহির্ভূত আলোচনায় ব্যয়

বাজেট কার্যক্রম...

সরকারি ও বিরোধী দলের বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

- পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা
- ব্যাকিং খাতের দুরবস্থা ও ঋণখেলাপী
- সার্বজনীন পেনশন
- মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রানীতি পরিবর্তন
- ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থান
- আমদানি নির্ভরতা কমানো
- প্রগতিশীল কর নীতি, করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর প্রদান ব্যবস্থা সহজীকরণ, নির্দিষ্ট কিছু সেবা ও পণ্যে ভ্যাট প্রত্যাহার ও হ্রাসকরণ (মেডিটেশন, আইসিটি) এবং বৃদ্ধিকরণ (তামাকজাত পণ্য)
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিকরণ ও যথাযথ বণ্টন
- কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি

বিতর্ক

- বাজেটের আকার
- খাতভিত্তিক বাজেট
- পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা

“...এই বাজেট সর্বকালের সর্বোচ্চ আয় ও ব্যয়ের বাজেট...”

- সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য

“...বাজেট অত্যন্ত বৈদেশিক ঋণ নির্ভর, ব্যাপক ঘাটতিপূর্ণ বাজেট। সর্বোচ্চ ঘাটতিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল বাজেট...”

- অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য

“... (এ প্রস্তাব) দুর্নীতি দমন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের সাথে সাংঘর্ষিক- এই আইন সংশোধন না করে পাচারকৃত টাকা ৭.০% ট্যাক্স দিয়েও আনার কোনো সুযোগ নেই। প্রস্তাবটি বেআইনি, অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য...”

- প্রধান বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য

বাজেট কার্যক্রম...

মঞ্জুরি দাবি

- ৪১৮টি মঞ্জুরি দাবির ওপর ছাঁটাই প্রস্তাব প্রদান করা হয় যার মধ্যে ৩০টি মঞ্জুরি দাবির ওপর ছাঁটাই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত
- প্রধান ও অন্যান্য বিরোধীদলের যথাক্রমে ১০ জন এবং ৪ জন সদস্য কর্তৃক ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন
- সকল ছাঁটাই প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ

অর্থবিল ও নির্দিষ্টকরণ বিল

- অর্থবিল পাস হতে সর্বনিম্ন ১ ঘণ্টা ১৯ মিনিট এবং সর্বোচ্চ ৪ ঘণ্টা ১১ মিনিট ব্যয়
- নির্দিষ্টকরণ বিল পাস হতে গড়ে ৫ মিনিট ব্যয়
- অর্থবিলের ওপর ২৫ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক আপত্তি, জনমত যাচাই এবং সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ
- আপত্তি ও জনমত যাচাইয়ের সকল প্রস্তাবসমূহ নাকচ
- উল্লেখযোগ্য কোন সংশোধনী ছাড়াই অর্থবিল পাস

অর্থবিলের ওপর নোটিশ প্রদানের হার (শতাংশ)

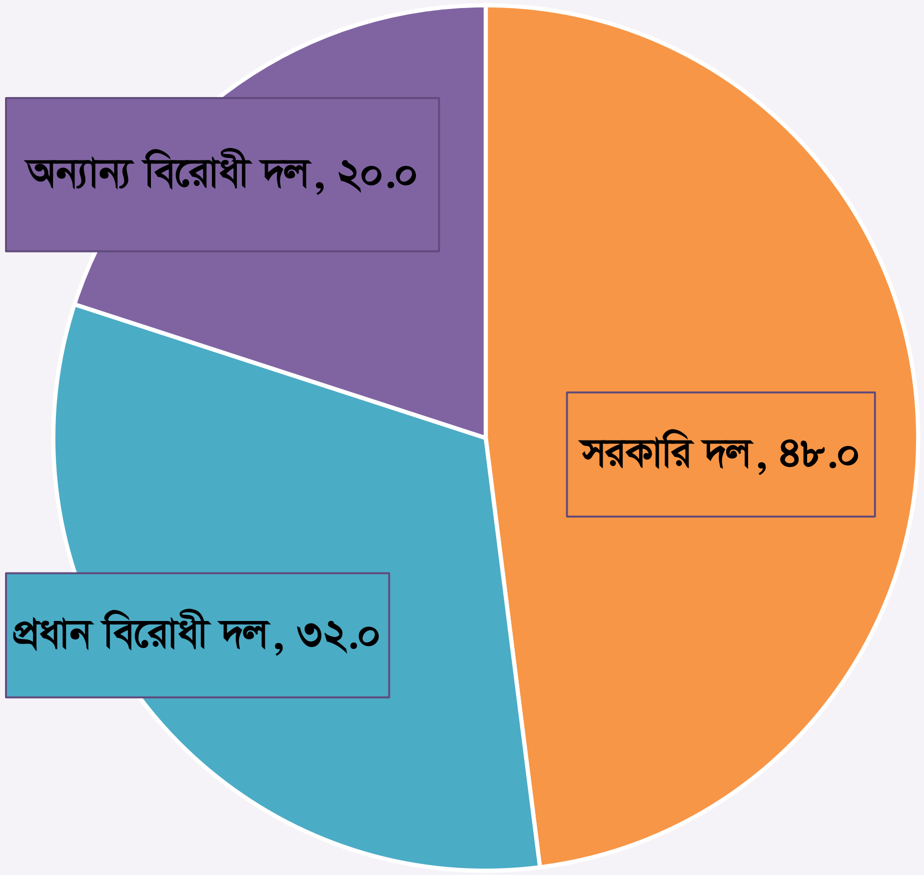

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম (প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব*)

- প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ১৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট ব্যয় (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১.৫%)
- ১৪টি অধিবেশনে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি (১০ম হতে ১৬তম টানা ৭টি অধিবেশনে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি)
- ৩৩টি মূল ও ৮৩টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন
- মূল প্রশ্ন হতে সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপনে গড়ে দ্বিগুণেরও বেশি সময় ব্যয়
- প্রায় অর্ধেক প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য** আলোচনা করেন যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৮০%

সম্পূরক প্রশ্নে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

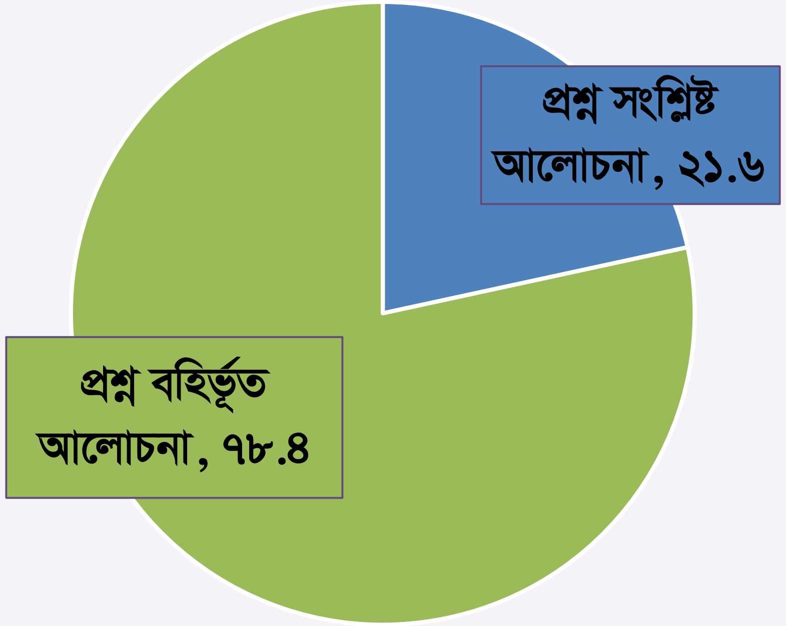

সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

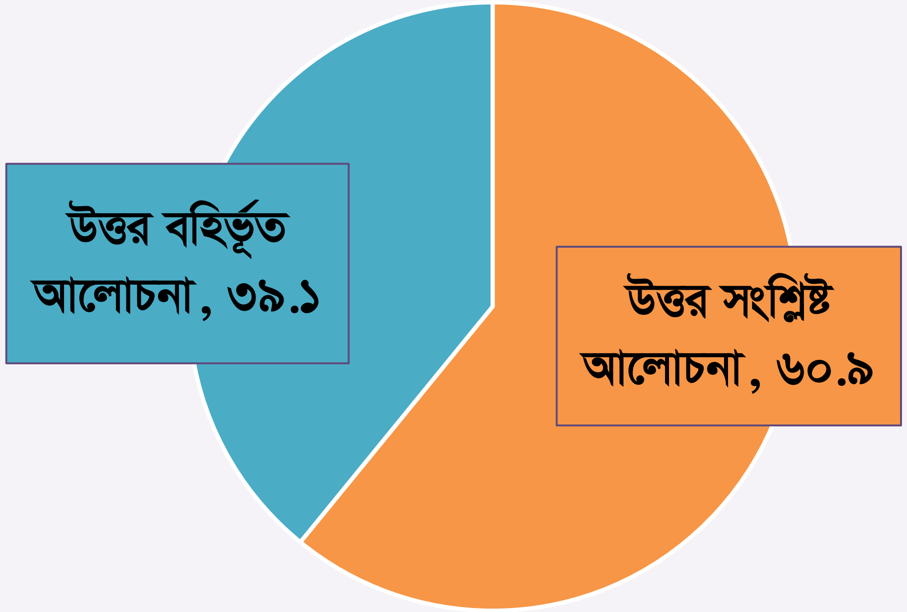

***প্রশ্নোত্তর:** জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে জানার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রশ্ন উত্থাপন **প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, দলের প্রশংসা, অন্য দলের সমালোচনা ইত্যাদি

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম (মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব*)

- মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ৪৫ ঘণ্টা ৯ মিনিট ব্যয় (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৫.৩%)
- ১৬টি অধিবেশনে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি (৭ম হতে ১৭তম টানা ১১টি অধিবেশনে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি)
- ২০০টি মূল এবং ৫৬৪টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন
- মূল প্রশ্ন হতে সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপনে গড়ে চারগুণেরও বেশি সময় ব্যয়
- অর্ধেকেরও বেশি প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য** আলোচনা করেন যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৬৫%

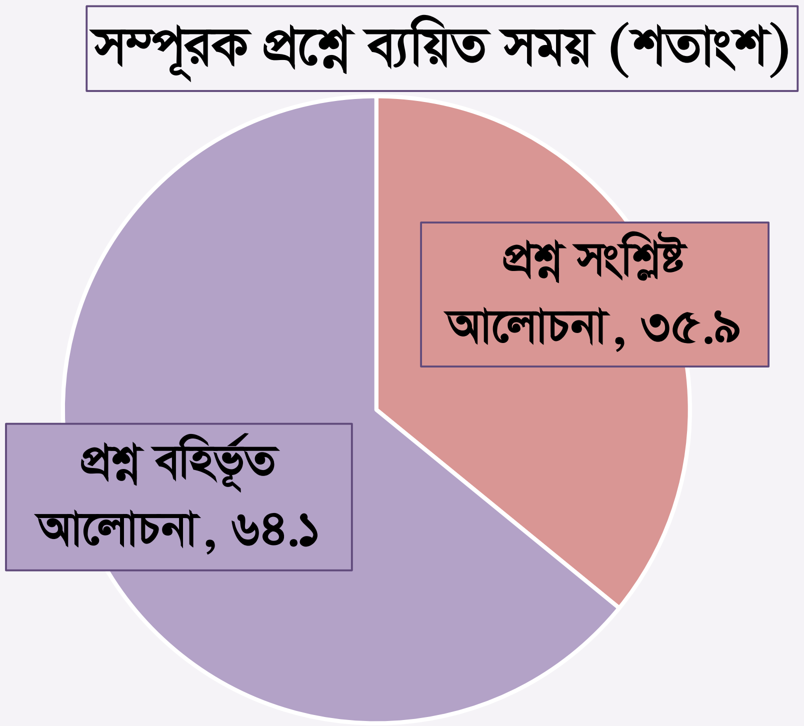

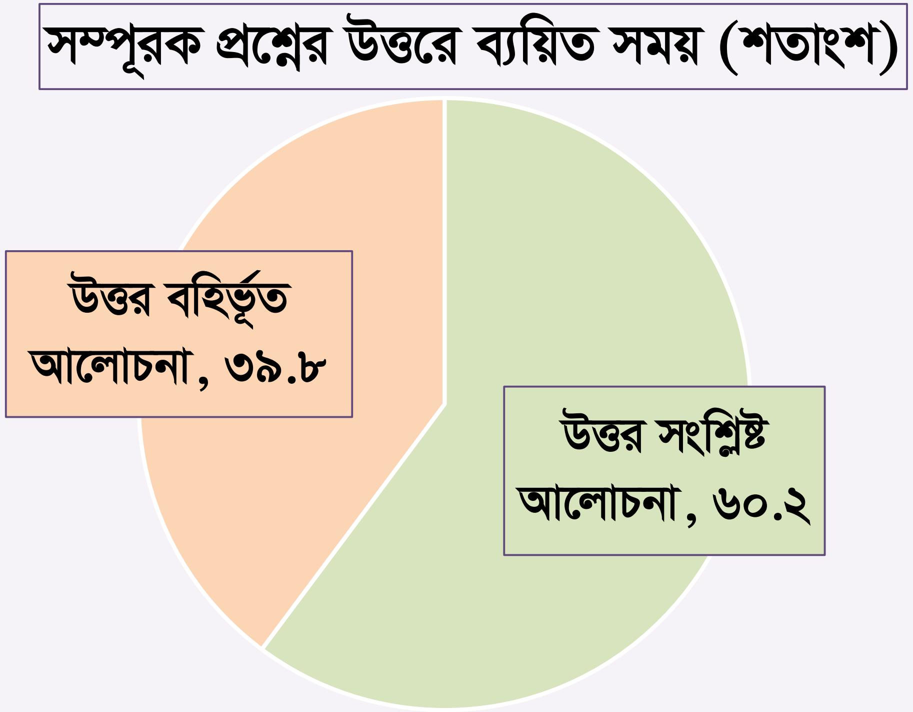

***প্রশ্নোত্তর:** জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন **প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, দলের প্রশংসা, অন্য দলের সমালোচনা ইত্যাদি

২২ জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম (অনির্ধারিত আলোচনা*)

- অনির্ধারিত আলোচনায় ২৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ব্যয় (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২.৭%)
- প্রতিপক্ষ দল এবং দলের কোনো সদস্যের নাম উল্লেখ করে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও সমালোচনা
- বিতর্ক ও সমালোচনামূলক বক্তব্যের জের ধরে অন্যান্য বিরোধী দল হতে একটি দলের দুইবার ওয়াক আউট
- সাম্প্রতিক ঘটনা, জবাবদিহি ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ নিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার আলোচনা অনুষ্ঠিত (৪৩.২%)

"... বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এটা একটা খুনি ও জঙ্গি সংগঠন। এই দলের জন্ম হয়েছে ক্যান্টনমেন্টে। আজ এই দলের মুখেই শুনতে হচ্ছে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার। এটা জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক একটা বিষয়..."

- সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য

অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়বস্তু (শতাংশ)

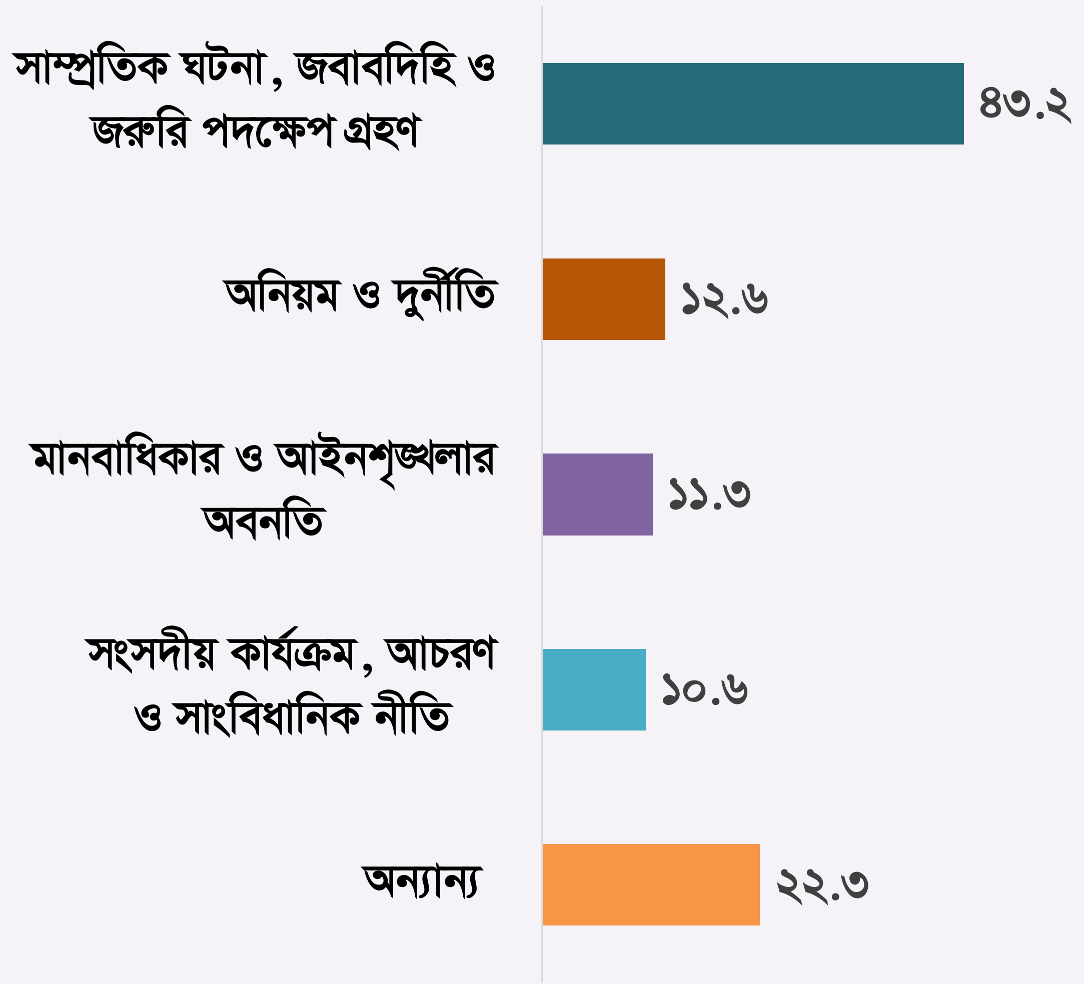

***অনির্ধারিত আলোচনা:** কোনো একটি কার্যক্রমের সমাপ্তি ও অন্য একটি কার্যক্রমের শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা। এই পর্বটি পয়েন্ট অফ অর্ডার নামে পরিচিত।

২৩ জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম (সাধারণ আলোচনা**)

- সাধারণ আলোচনায় ৭১ ঘণ্টা ২১ মিনিট ব্যয় (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৮.৩%)
- সাধারণ আলোচনার জন্য মোট ১২টি প্রস্তাব উত্থাপন যার ৯১.৭% সরকারি দল এবং ৮.৩% প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত
- বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট আলোচনার প্রাধান্য। আলোচনার বিষয়বস্তুর ৪৪.০%-ই ছিল এককভাবে বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট
- সাধারণ আলোচনার ব্যয়িত সময়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে প্রসঙ্গ বহির্ভূত আলোচনায়

* সন্ত্রাসী হামলা ও যৌন নিপীড়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন (পদ্মা সেতু), কোভিড-১৯, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আক্রমন এবং বৈশ্বিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ

****সাধারণ আলোচনা:** জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের ওপর আলোচনা (সম্প্রতি সংঘটিত)

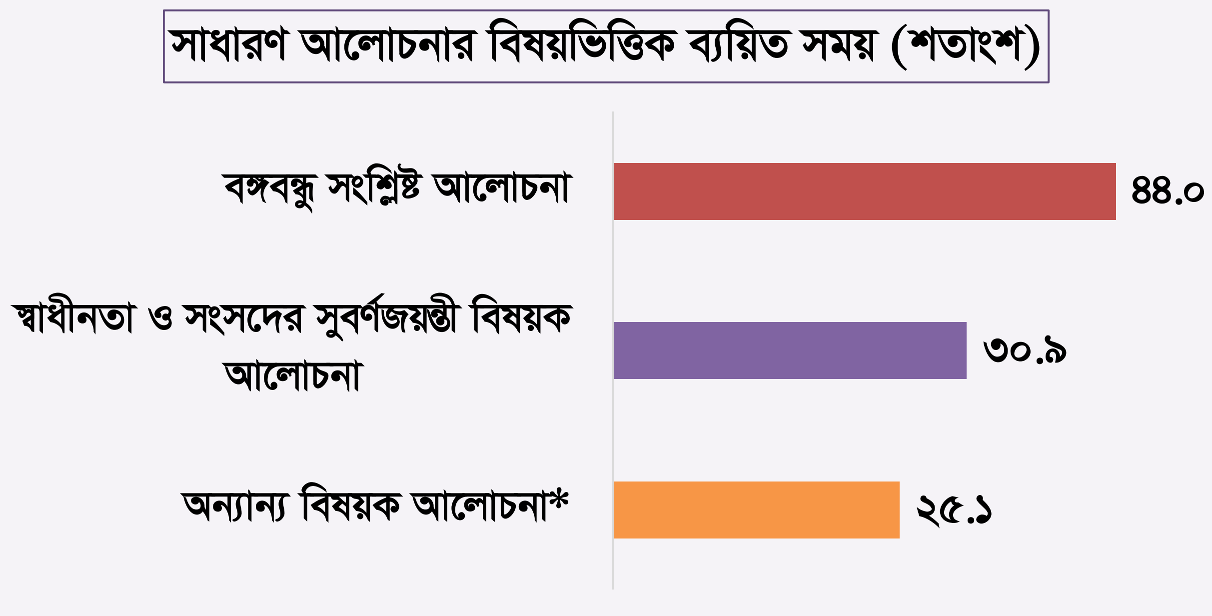

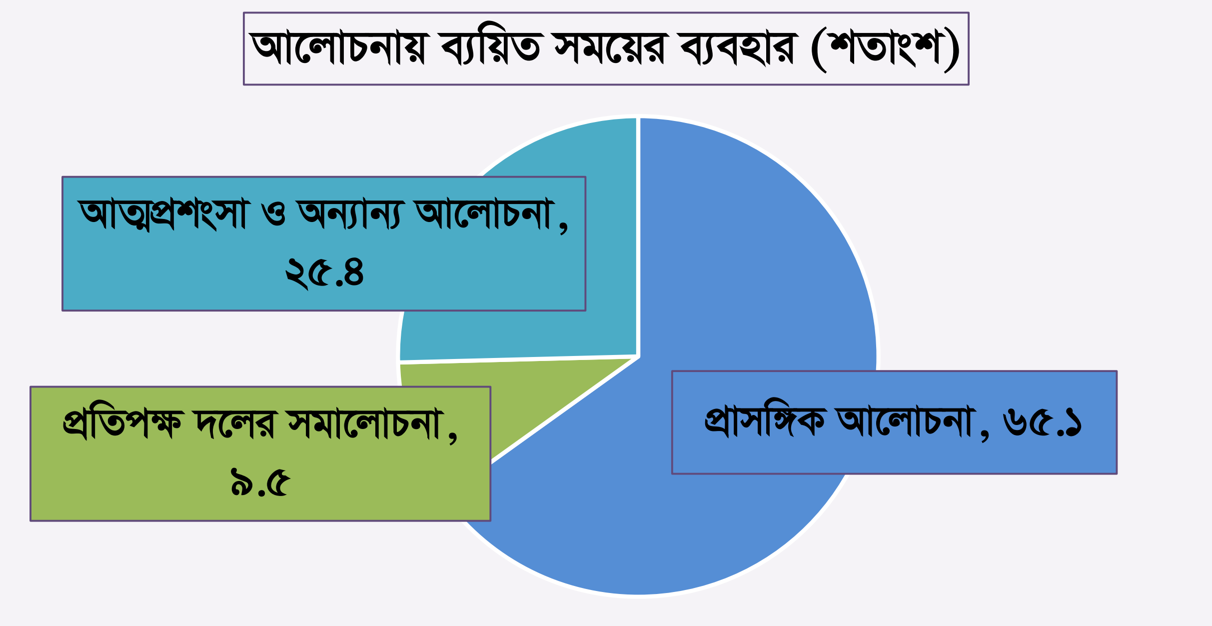

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম (৭১ বিধি*)

ব্যয়িত সময়

- ২১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২.৫%)
- নির্ধারিত কার্যসূচির ৮১.৯% কার্যদিবসে কার্যক্রম স্থগিত; মোট ১৮টি অধিবেশনে (৭ম এবং ৯ম থেকে ২৫তম) এ পর্ব সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়নি

নোটিশ প্রদান

- প্রাপ্ত নোটিশ সংখ্যা ১,৮৮০টি
- ১৪৫ জন (৪১.১%) সদস্য নোটিশ প্রদান করে (সরকারি দল ৭৯%, প্রধান বিরোধী দল ১৫% এবং অন্যান্য বিরোধী দল ৬%)

অগৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা

- অগৃহীত নোটিশ সংখ্যা ১,৮৩০টি
- অগৃহীত নোটিশের মধ্যে ৪২৫টি (২৩.০%) নোটিশের ওপর ২ মিনিট করে আলোচনা অনুষ্ঠিত

গৃহীত নোটিশ

- গৃহীত নোটিশ সংখ্যা ৫০টি
- গৃহীত নোটিশের মধ্যে ৪২টি (৮৪%) উত্থাপিত এবং ৮টি (১৬%) স্থগিত
- নোটিশদাতা সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে ৫টি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের অনুরোধে ৩টি নোটিশ স্থগিত

সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিশ আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে (৭০টি আলোচিত, ৬টি গৃহীত এবং ২টি স্থগিত)

* ৭১ বিধি: জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম (সিদ্ধান্ত প্রস্তাব*)

- ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১.৩%)
- মোট ১৯টি অধিবেশনে (৭ম থেকে ২৫তম) এ পর্ব অনুষ্ঠিত না হওয়া
- ২৫ জন (৭.১%) সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন (৭১% সরকারি দল, ১৮% প্রধান বিরোধীদল এবং ১২% অন্যান্য বিরোধী দল কর্তৃক প্রস্তাবিত)
- গৃহীত দুইটি প্রস্তাবই সরকারি দল কর্তৃক উত্থাপিত (নৌযানের ব্যবস্থা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন)
- সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে (৪৭.১%)

*সিদ্ধান্ত প্রস্তাব: জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন (ঘোষণা/সুপারিশ/অনুরোধ/অনুমোদন/অনুমোদনের রেকর্ড/বার্তা আকারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য)

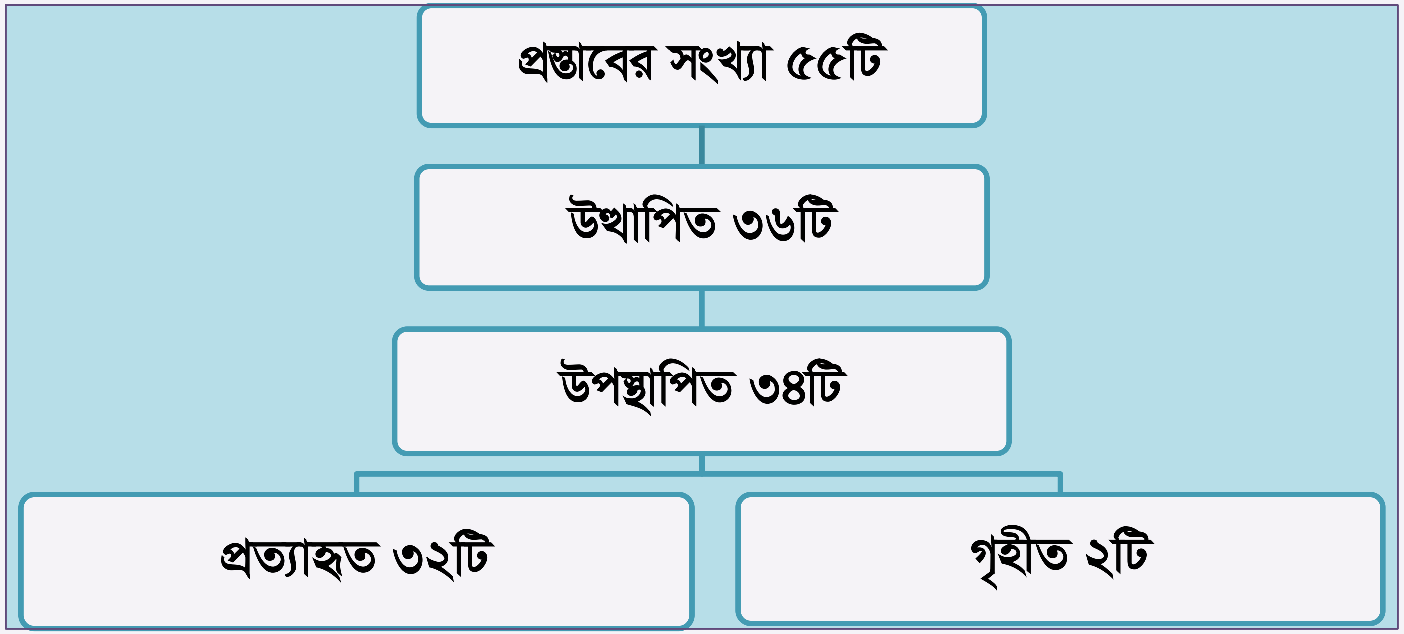

উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহের বিষয়বস্তু (শতাংশ)

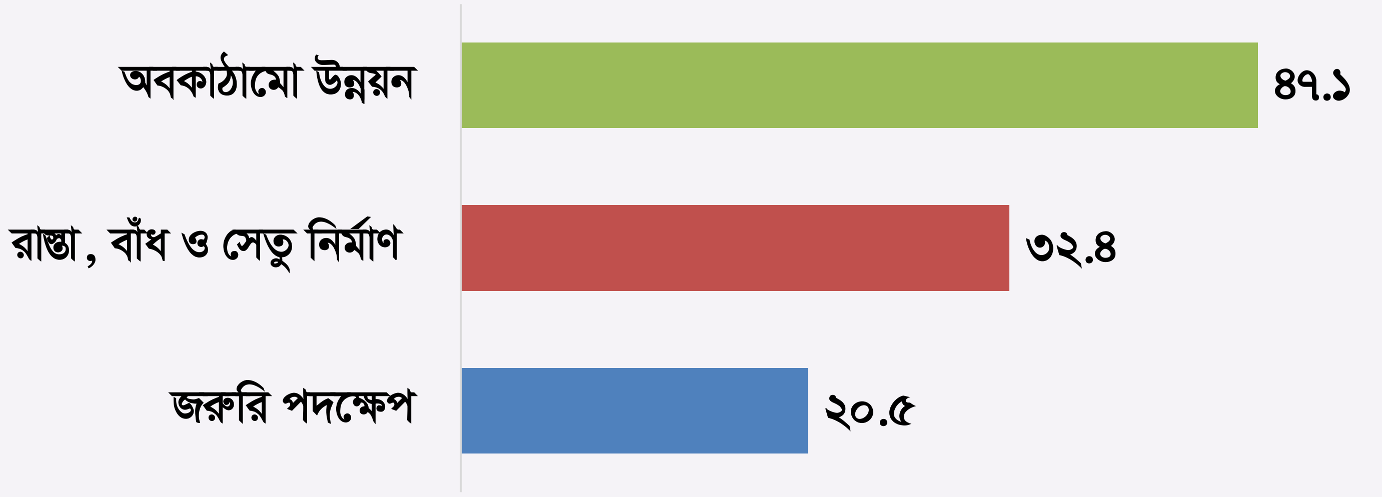

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম (মুলতবি প্রস্তাব*)

- ২০টি অধিবেশনে এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি
- ৫ জন সদস্য কর্তৃক মুলতবি প্রস্তাবের জন্য ২২টি নোটিশ প্রদান
- প্রদত্ত নোটিশসমূহের ৩টি প্রধান বিরোধীদল এবং ১৯টি অন্যান্য বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত
- ১৪টি নোটিশ অন্যান্য বিরোধী দলের একজন নারী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত
- সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধ প্রসঙ্গে (৪০.৯%)
- অন্য পর্বে আলোচনার সুযোগ থাকা, ইতোমধ্যে অন্য পর্বে আলোচিত হওয়া, উক্ত ধারায় উত্থাপনের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে স্পিকার কর্তৃক সকল নোটিশ বাতিল

মুলতবি প্রস্তাবের বিষয়বস্তু (শতাংশ)

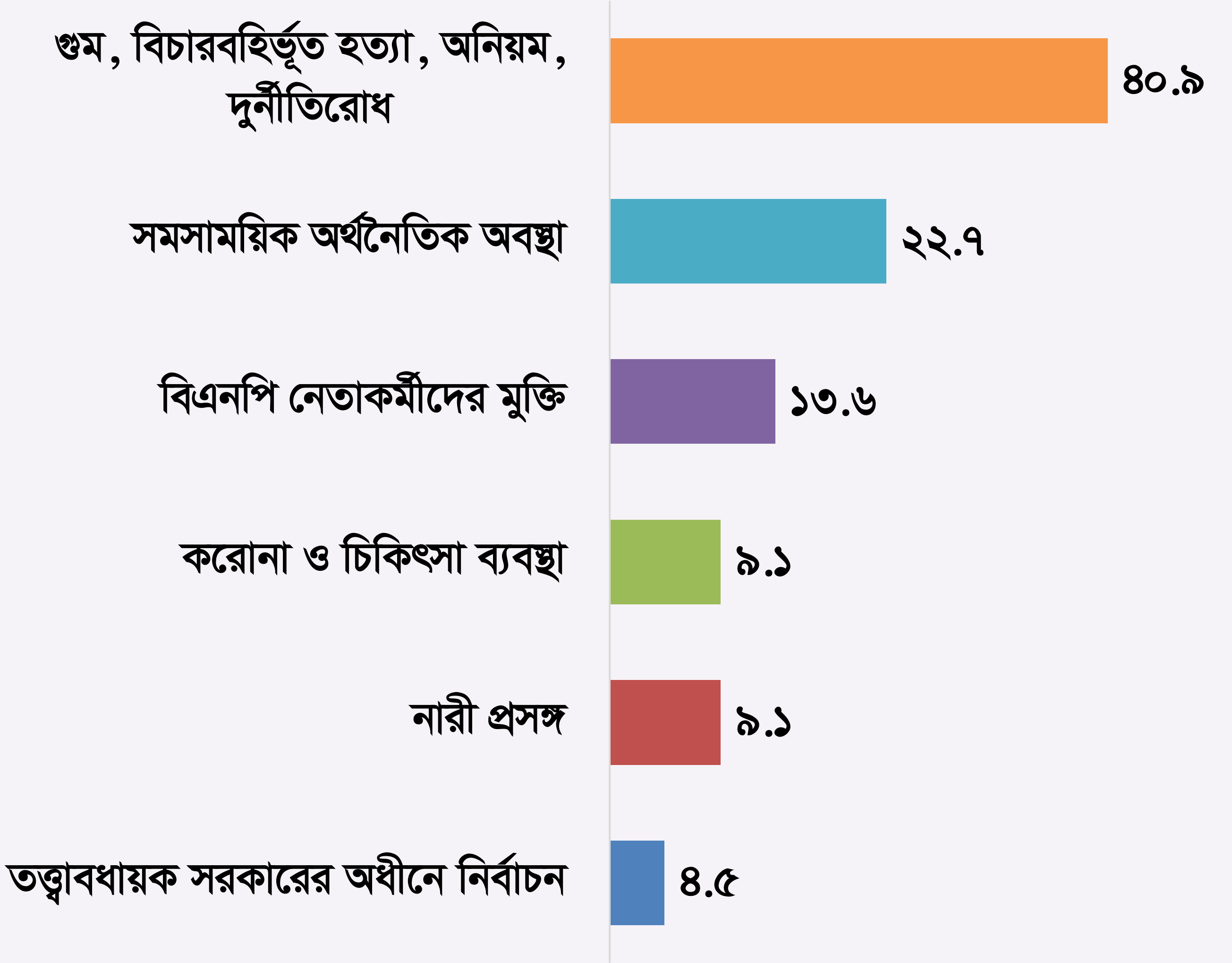

***মুলতবি প্রস্তাব:** সাম্প্রতিক ও জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন কোনো নির্দিষ্ট বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সংসদের কাজ মুলতবির প্রস্তাব

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম (২৭৪ ও ৩০০ বিধি)

২৭৪ বিধি (ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দান)

- দুইটি বক্তব্য উপস্থাপিত
- কার্যপ্রণালী বিধিতে বিতর্কিত আলোচনা উপস্থাপন না করার শর্ত থাকা সত্ত্বেও সমালোচনা উত্থাপন

৩০০ বিধি (জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের বিবৃতি)

- মোট ১৬টি বিবৃতি উপস্থাপন
- সংসদ সদস্যদের দাবির বিপরীতে ২টি বিবৃতি প্রদান
- সরকারি দল, প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী দল হতে মোট ৪ জন সদস্য ১১টি বিবৃতির দাবি উত্থাপন করে
- উত্থাপিত দাবিসমূহের ৯টি দাবির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে কোনো বিবৃতি প্রদান করা হয়নি

যেসব দাবির বিপরীতে ৩০০ বিধিতে বিবৃতি প্রদান করা হয়নি

- সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সমঝোতা চুক্তি
- রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের আবাসন প্রকল্পের বালিশ ক্রয়ের বাজেট
- সৌদি আরবে হাজীদের সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত নয় এমন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টিমে পাঠানো
- বিমান বন্দরে করোনাভাইরাস পরীক্ষায় গাফিলতি
- সঞ্চয় স্কিমের সুদের হার হ্রাস
- বিচারক নিয়োগ
- ভিওআইপির সিন্ডিকেটে দেশের রাজস্ব হারানো
- সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিষ্ফোরণ
- ডাকসুর সাবেক ভিপির সাথে দুবাইয়ে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার বৈঠক

২৮ জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম ((স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম)

- ৫০টি কমিটির মধ্যে বিরোধী দল হতে সভাপতি রয়েছেন ৪টি কমিটিতে (সরকারি হিসাব, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সড়ক পরিবহন এবং প্রবাসী কল্যাণ); ১৭টি কমিটিতে বিরোধীদলীয় কোন সদস্য নেই
- সরকারি দলের একজন সদস্য সর্বোচ্চ সাতটি কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন; ছয় জন সরকারি দলের সদস্য চারটি করে কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন
- দশম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে একাদশ সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে সদস্য ও সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে
- বিধি অনুযায়ী প্রতিটি (৫০টি) কমিটির প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি করে ৬০ মাসে মোট ৩০০০টি সভা করার নিয়ম থাকলেও অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২৭৩টি; ন্যূনতম নির্ধারিত সভা সংখ্যার ৫৭.৬% অনুষ্ঠিত হয়নি
- কোনো কমিটিই প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করার নিয়ম পালন করেনি
- সর্বোচ্চ সংখ্যক সভা করেছে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (১২০টি সভা); সর্বনিম্ন সংখ্যক সভা করেছে লাইব্রেরী কমিটি (ছয়টি সভা) এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি (নয়টি করে সভা)
- তিনটি কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি (কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি)

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম ((স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম)...

- সভাপ্রতি গড়ে উপস্থিত ছিলেন ৬২ শতাংশ সদস্য; সর্বোচ্চ উপস্থিতি কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভায় (৮১ শতাংশ); সর্বনিম্ন উপস্থিতি সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সভায় (৪৬ শতাংশ)
- মোট ৩৯টি কমিটির ৯৭টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত; এর মধ্যে ১৯টি কমিটির ২৬টি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ৫১ শতাংশ; অজ্ঞাত বা অবাস্তবায়িতের হার ৪ শতাংশ; এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নাধীন ও চলমান
- পিটিশন কমিটির মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও প্রচারণার ঘাটতির কারণে তা কার্যকর নয়
- কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি
- সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করার সুযোগ থাকলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়

২০১৯ সালে স্কটল্যান্ড সংসদের এবং ভারতের লোকসভা'র সংসদীয় পিটিশন কমিটি কর্তৃক যথাক্রমে ৩৬টি ও ৫টি পিটিশনকৃত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

"...কমিটির সুপারিশ অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এমনকি বাস্তবায়নের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা অনেক সদস্যই জানেন না... সুপারিশ বাস্তবায়ন ফলো-আপের জন্য কোন সেলফ এক্সিকিউশন মেশিনারি নেই যার মাধ্যমে সুপারিশ বাস্তবায়ন না হলে সংশ্লিষ্টদেরকে ডাকা হবে অথবা সংসদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে..."

- প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম ((স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম)...

- করোনাকালে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর নিয়মিত সভার ঘাটতি পরিলক্ষিত
- করোনাকালে ১টিও সভা করেনি অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং ১৩ মাসই কোন সভা করেনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

করোনাকালে* সংশ্লিষ্ট কিছু স্থায়ী কমিটির মাসিক সভার বিন্যাস

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০২০										২০২১								ন্যূনতম ১টি সভা হওয়া মাস	
	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	জানু.	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সংখ্যা	শতকরা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	✓									✓	✓					✓		✓	৫	২৭.৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	১০	৫৫.৬
সমাজ কল্যাণ	✓										✓	✓				✓			৪	২২.২
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদশিক কর্মসংস্থান		✓					✓	✓			✓		✓						৫	২৭.৮
অর্থ																			০	০.০
খাদ্য	✓						✓			✓									৩	১৬.৭
বাণিজ্য								✓											১	৫.৬
স্বরাষ্ট্র							✓		✓	✓	✓		✓					✓	৬	৩৩.৩

*করোনাকাল বলতে করোনা বিস্তারের ৩টি ধাপের ১৮ মাসকে বোঝানো হয়েছে

✓ = ন্যূনতম ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

(লাল ঘর) = কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি

৩১ জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা

- সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপরীতে প্রধান বিরোধী দলের অবস্থান প্রান্তিক
- প্রধান বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা লক্ষণীয় হলেও বাকি সদস্যরা এক্ষেত্রে অনেকাংশে নীরব ভূমিকা পালন করেছে
- ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যে অন্যান্য বিরোধী দলের পর্যালোচনা ও সমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে
- সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা সার্বিকভাবে গৌণ
- অন্যান্য বিরোধী দলসমূহের সাথে প্রধান বিরোধী দলের পারস্পরিক মেলবন্ধন না থাকায় সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্র আরও সীমিত হয়ে যাওয়া
- প্রধান বিরোধী দলের দ্বৈত ভূমিকা ও পরিচয় সংকট
- ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধী দল হিসেবে প্রধান বিরোধী দল হতে অন্যান্য বিরোধী দলের ভূমিকা লক্ষণীয় ছিল

"সরকারের যত কৃতিত্ব এর পিছনে জাতীয় পার্টির একটি ভূমিকা আছে। কিন্তু, আওয়ামী লীগের কোনো নেতা একবারও আমাদের নাম উচ্চারণ করে না। আমরা কিন্তু হাজার বার উচ্চারণ করি যে, এই সরকারের আমলে এটা হইছে। আমাদের সেটা আছে, তাদের সেটা নাই। এত কার্পণ্য কেন রাজনীতিতে! এটা গণতন্ত্রের ভাষা না..."

- প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য

নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও উপস্থিতি

- নির্বাচিত আসনে ২৩ জন (৭.৭%) এবং সংরক্ষিত আসন নিয়ে ৭৩ জন (২০.৩%) নারী সদস্য
- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী যথাক্রমে ৪.৩%, ১১.১% ও ৩৩.৩% নারী
- স্থায়ী কমিটিতে নারী সদস্য* রয়েছেন ২২.০%
- স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে নারী সদস্য রয়েছেন ৫ জন (১১.১%)
- কার্যদিবস প্রতি নারীদের গড় উপস্থিতি ৪৮ জন (৬৫.৭%) যা পুরুষদের (৫৩.৭%) তুলনায় বেশি
- মোট কার্যদিবসের ৭৫% এর বেশি উপস্থিতির ক্ষেত্রে নারীদের হার পুরুষদের তুলনায় বেশি

* পদাধিকার বলে প্রদত্ত কমিটির আসনগুলো বাদ দিয়ে স্থায়ী কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব হিসাব করা হয়েছে

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ-২০২৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারী সরকার প্রধানের ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ১ম হলেও, সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্বে ৯১তম এবং ১২৩তম

লিঙ্গভেদে সদস্যদের উপস্থিতির হার (শতাংশ)

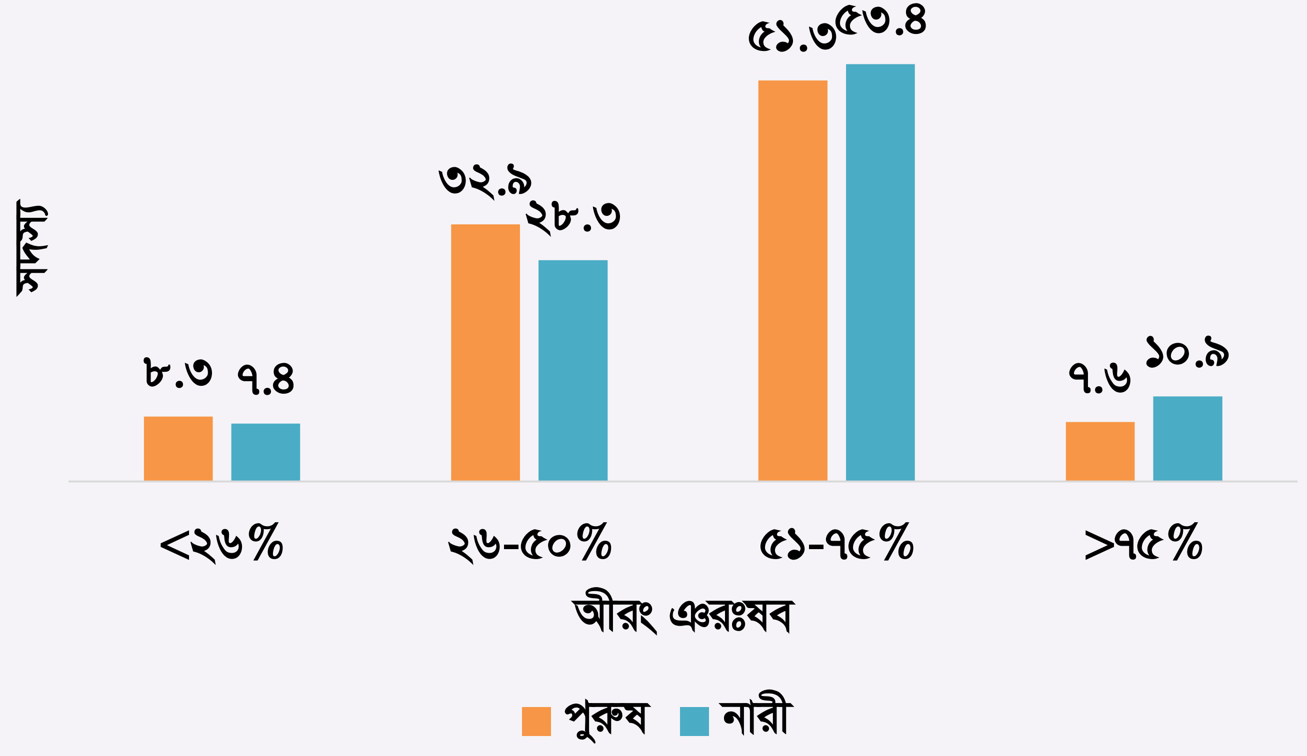

সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

- সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন (মোট নারী সদস্যের ৯১.৮%)
- পাসকৃত বিলের ১৬.৭% বিল ২ জন নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত
- মোট ৬ জন নারী সদস্য বিলের ওপর জনমত যাচাই ও সংশোধনী প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন
- রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব, ৭১ বিধি এবং বাজেটের ওপর আলোচনায় নারীদের অংশগ্রহণের হার পুরুষ সদস্যদের তুলনায় বেশি
- বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বাজেট, বাল্য বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত

সংসদের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় লিঙ্গভেদে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (শতাংশ)

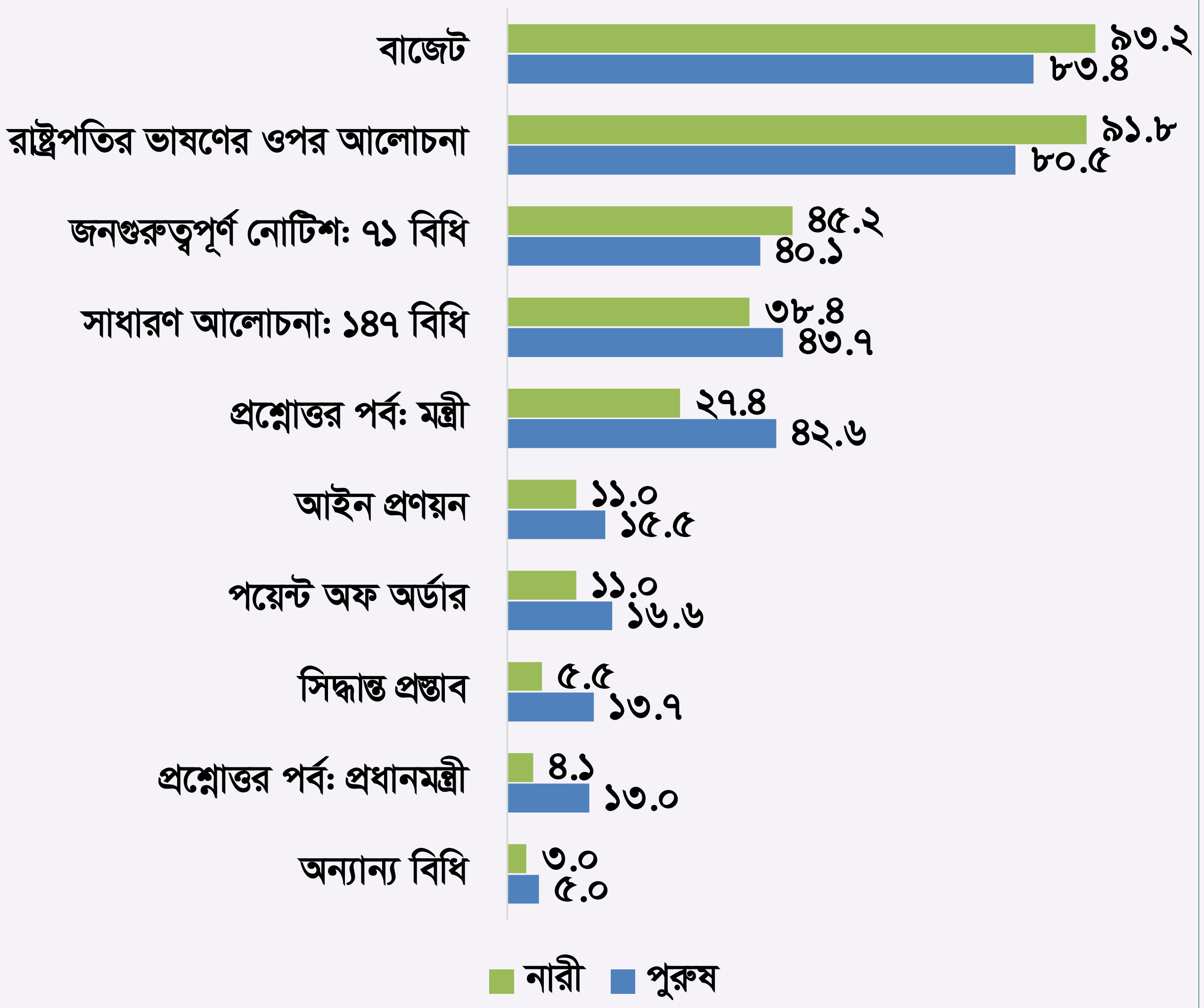

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক আলোচনা

- সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি
- মানসম্মত শিক্ষা; বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন; জলবায়ু কার্যক্রম; শান্তি, ন্যায়বিচার, এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে সুনির্দিষ্ট আলোচনা
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমে বিক্ষিপ্ত আলোচনা লক্ষ করা গেছে
- এক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা, শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো এবং জলবায়ু কার্যক্রমের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে

"...টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার প্রতিষ্ঠানকে- সরকার, নির্বাচন, সংসদ, কর্ম কমিশন, দুদক- এগুলো শক্তিশালী করা; সেন্ট্রাল ব্যাংক হতে হবে টোটালি সেপারেট এবং স্বাধীন নীতিমালা থাকতে হবে... দুর্নীতি করে পার পেয়ে যাওয়ার চিন্তাটা যদি বন্ধ হয়, মানুষকে বোঝাতে পারি তাহলে উন্নয়নকে টেকসই করতে পারব, না হলে উন্নয়ন টেকসই হবে না..."

- প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের উপস্থিতি

কার্যদিবস প্রতি গড় উপস্থিতি	• ১৯৭ জন (৫৬.২%)
কার্যদিবস প্রতি দলভিত্তিক গড় উপস্থিতি	• সরকারি দল ৫৬.৭%, প্রধান বিরোধীদল ৫০.৭% এবং অন্যান্য বিরোধী দল ৪৩.৭%
কার্যদিবস প্রতি লিঙ্গভিত্তিক গড় উপস্থিতি	• নারী ৬৫% এবং পুরুষ ৫৩%
অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উপস্থিতি	• সর্বোচ্চ: চতুর্থ অধিবেশন। গড় উপস্থিতি ২৬৯ জন (৭৬.৯ %) • সর্বনিম্ন: অষ্টম অধিবেশন। গড় উপস্থিতি ৯১ জন (২৬.১%)
সদস্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উপস্থিতি	• সর্বোচ্চ: সরকারি দলের একজন সদস্য। ২২৬দিন (৯৭.৪%) • সর্বনিম্ন: প্রধান বিরোধীদলের একজন সদস্য। ৯ দিন (৩.৮%)
মন্ত্রীদের উপস্থিতি	• ৫৫.১% দিন
সংসদ নেতার উপস্থিতি	• মোট ৫২ দিন (৯২.৬%)। প্রতি অধিবেশনের সূচনা ও সমাপ্তির দিনে উপস্থিতির হার ৯৮.০%
বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি	• মোট ৫৪ দিন (১৮.৯%)। প্রতি অধিবেশনের সূচনা ও সমাপ্তির দিনে উপস্থিতির হার ৪২.০%

সংসদীয় কার্যক্রমে* অংশগ্রহণ

বিভিন্ন কার্যক্রমে সার্বিকভাবে দলভিত্তিক গড় অংশগ্রহণ	• সরকারি দল ৮৯.৪%, প্রধান বিরোধী দল ৭.৩% ও অন্যান্য বিরোধী দল ৩.৩%
সদস্যদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	• সর্বোচ্চ সংখ্যক (১০টি বা ততোধিক) কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে ৩ জন (প্রধান বিরোধী দলের ২ জন ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১ জন) • ৫টি বা ততোধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে মোট ৯০ জন (সরকারি দলের ৭২ জন, প্রধান বিরোধী দল ১০ জন ও অন্যান্য বিরোধী দলের ৮ জন) • কেবল ১টি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন ২৬জন সদস্য (সরকারি দলের ২৫ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ১ জন) • ২১ জন সদস্য কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি, যাদের ১৮জনই সরকারি দলের সদস্য
কার্যক্রমভিত্তিক অংশগ্রহণ	• সদস্যদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ ছিল বাজেট আলোচনায় (২৯৯ জন) • সদ্যসের সর্বনিম্ন অংশগ্রহণ ছিল আইন প্রণয়ন বিষয়ক আলোচনায় (২৮ জন)

* কার্যক্রম বলতে গবেষণার আওতাভুক্ত ১৩টি কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে

সংসদীয় কার্যক্রমে দলভিত্তিক অংশগ্রহণ

কার্যক্রমভিত্তিক বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণ (শতাংশ)

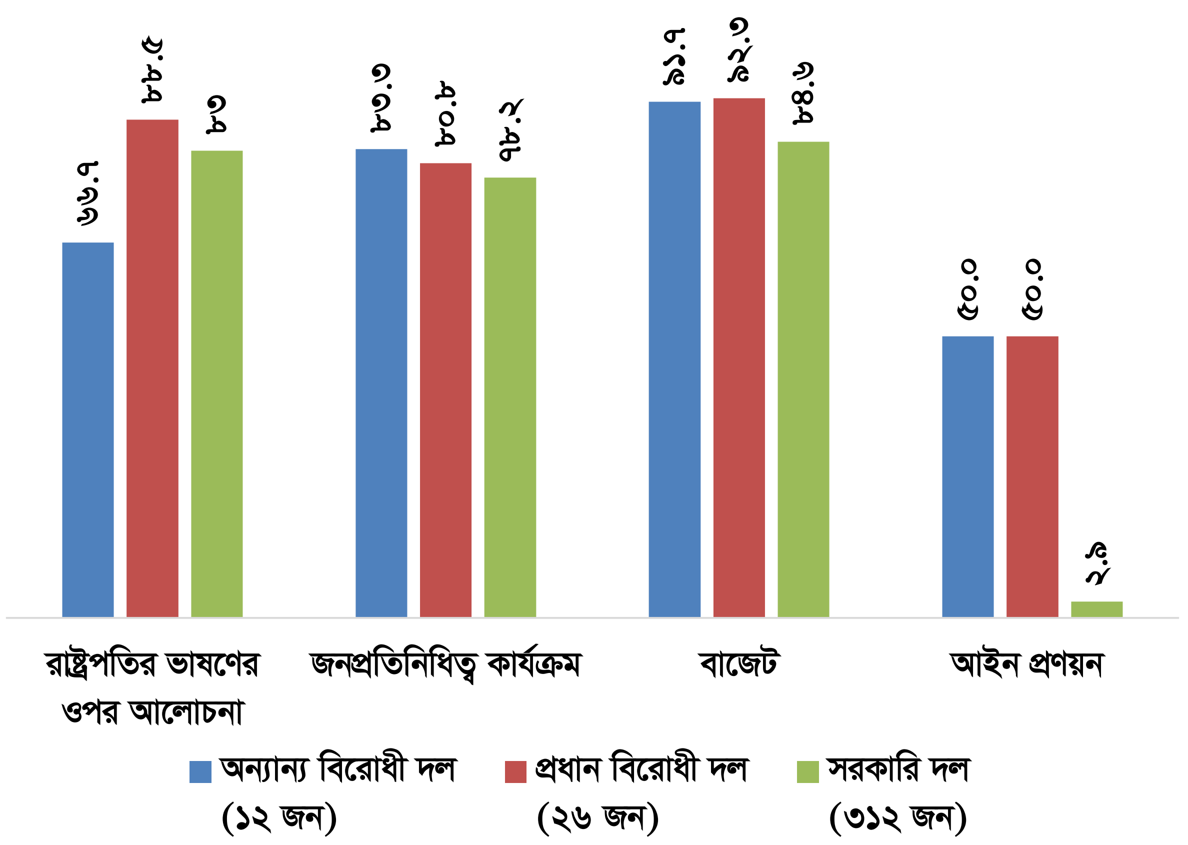

দলভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (শতাংশ)

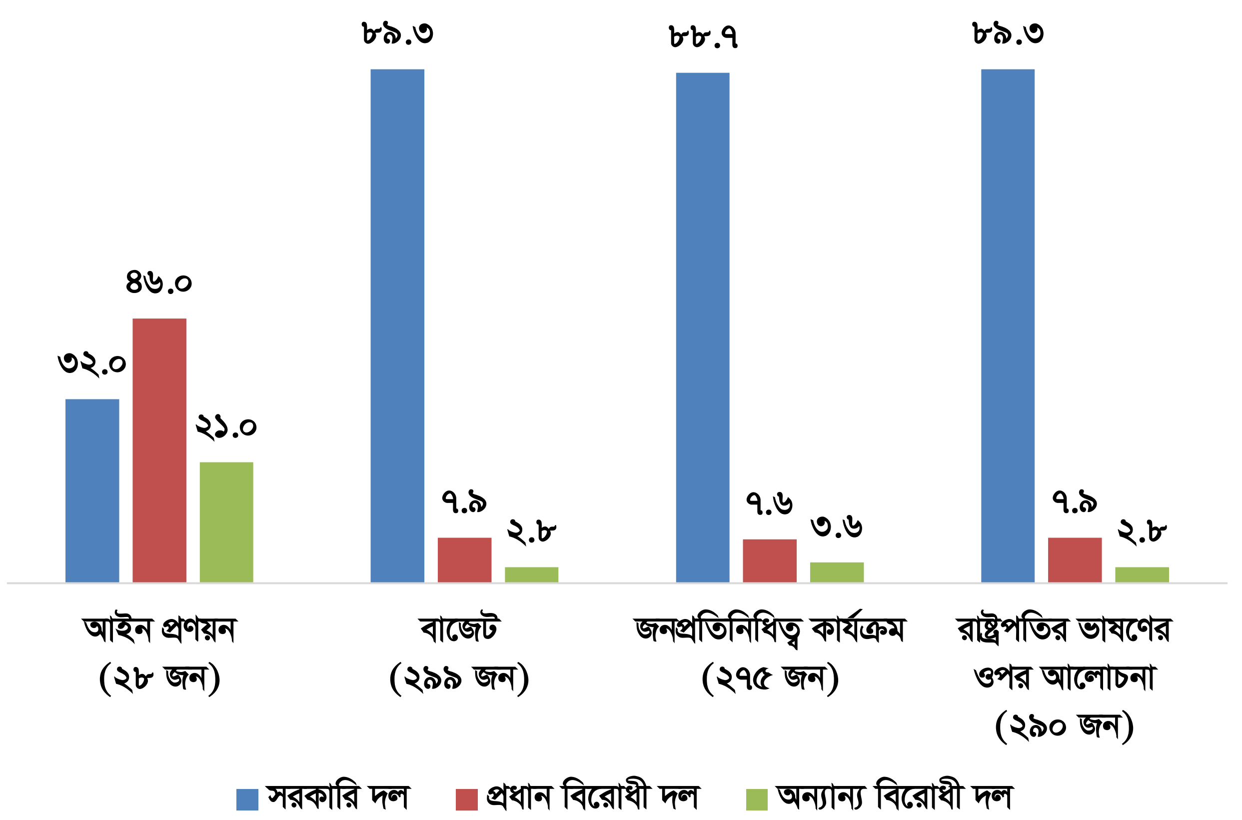

- আইন প্রণয়ন (বিলের ওপর নোটিশ) কার্যক্রম ব্যতিত সকল কার্যক্রমে সরকারি দলের সদস্যদের প্রাধান্য
- আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অর্ধেকই প্রধান বিরোধী দল

- দলের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় প্রায় সকল কার্যক্রমেই বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণের হার সরকারি দলের হতে বেশি
- অন্যান্য কার্যক্রমে সরকারি দলের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ থাকলেও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন মাত্র ২.৯% সদস্য

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা

- কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রস্তুতির ঘাটতি (প্রস্তুতি না থাকার কারণে প্রস্তাব উত্থাপন না করা, প্রশ্নোত্তর পর্বে যথাযথভাবে যাচাই বাছাই না করে তথ্য প্রদান ইত্যাদি)
- অনুপস্থিত থাকা (নোটিশ দিয়ে একাধিক কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকার কারণে নোটিশ বারবার স্থগিত হওয়া, সংশোধনী অনুত্থাপিত থাকা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য মন্ত্রীর দায়সারা উত্তর প্রদান, একজনের নোটিশ অন্যজন উপস্থাপন করতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি ও সময়ক্ষেপণ)
- অমনোযোগী থাকা (একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ও আইন প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য স্বদলের বিপক্ষে ভোট প্রদানের পর স্পিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় দ্বিতীয় দফায় ভোটে স্বদলের পক্ষে ভোট প্রদান)
- বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতি (এক কার্যক্রমে অন্য কার্যক্রমের বিষয় উত্থাপন, প্রস্তাব উত্থাপনের ক্রম ভুল করা, বক্তব্য পেশ করতে না পারা ইত্যাদি)
- সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ঘাটতি (২০১৯-২০ অর্থ বছরে দেখা যায় মোট ২৮টি প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মধ্যে ২টি প্রশিক্ষণ ছিল সংসদ সদস্যদের জন্য)

সংসদ চলাকালীন সদস্যদের আচরণ

২৭০ বিধির ৬-এর ব্যত্যয়

- সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শব্দের ব্যবহার
- কোনো কোনো নারী সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপত্তিকর শব্দের ব্যবহার
- বিরোধী দলের তুলনায় সরকারি দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ব্যত্যয় অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত

২৬৭ বিধির ২, ৩, ৪, ৮, ৯- এর ব্যত্যয়

- কোন সদস্যের বক্তব্য চলাকালে বিশৃঙ্খল আচরণ করে বাধা প্রদান করা
- সংসদ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অডিও/ভিডিও ক্লিপ চালানো
- অধিবেশন চলাকালে সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা
- কোন সদস্যের বক্তব্য চলাকালে অন্য সদস্যদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন
- সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের অমনোযোগিতা (মোবাইল ফোন ব্যবহার করা, আলাপচারিতা করা, ঘুমানো ইত্যাদি)
- সংসদ সদস্যকে উদ্দেশ্য করে টিকা-টিপ্পনী কাটা

৩০৫ বিধির ১- এর ব্যত্যয়

- বক্তৃতায় বিনা কারণে ইংরেজিসহ অন্যান্য বিদেশী শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার

আক্রমণাত্মক শব্দের ব্যবহার

খুনি, ঘাতক, পাকিস্তানি প্রেতাত্মা, পাকিস্তানি এজেন্ট, পাকিস্তানি দোসর, কুখ্যাত মেজর, ছদ্মবেশী, রাষ্ট্রদ্রোহী, খলনায়ক, কুলাঙ্গার, মুর্খ, অগ্নিসন্ত্রাসী, অগ্নিসন্ত্রাসের রাণী, দুর্নীতির বরপুত্র, দুর্নীতির বরপুত্রের জননী, মিথ্যাচারিণী, চোর, জঙ্গিনেতা, বিশ্ব বেয়াদব, জগৎ কুখ্যাত লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, লস্কর, দুর্নীতিতে অনার্স ও মানি লন্ডারিংয়ে মাস্টার্স ইত্যাদি

"বিএনপির মহিলা এমপি...খুনি তারেকের বান্ধবী, আপনি নারী হয়ে নারীর ধর্ষকদের বিচার চান না, নারীর সম্ভ্রমের কোনো মূল্য আপনার কাছে নেই। অবশ্য আপনার মতো একজন নির্লজ্জ বেহায়ার কাছ থেকে দেশের ৮ কোটি নারী সমাজ এর থেকে বেশি কিছু আশা করে না..."

-সরকারি দলের একজন সদস্য

সংসদ বর্জন ও ওয়াকআউট

সংসদ বর্জন

- একাদশ সংসদে প্রধান বিরোধীদল বা অন্যান্য বিরোধী দলের কোন সদস্য সংসদ বর্জন করেননি

ওয়াকআউট

- ছয়বার ওয়াকআউট (অন্যান্য বিরোধীদল কর্তৃক পাঁচবার এবং প্রধান বিরোধীদল কর্তৃক একবার)
- ছয়বারের মধ্যে ৪বারই ওয়াকআউট হয়েছে আইন প্রণয়ন কার্যাবলী পর্বে বিলের ওপর সংশোধনী গ্রহণ ও বিল প্রত্যাহার না করার প্রতিবাদে
- ওয়াক আউট করে সদস্যরা সর্বনিম্ন ৩ মিনিট হতে ৩১ মিনিট সংসদ কার্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন

পদত্যাগ

- ২০তম অধিবেশনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সকল সদস্যের (৭ জন) পদত্যাগ
- শূন্য আসনের নির্বাচনে সরকারি দলের পাঁচজন, প্রধান বিরোধী দলের একজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য উক্ত আসনগুলো লাভ করে

ওয়াকআউটের কারণ

- অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে ২য় বার কথা বলার সুযোগ না দেওয়া
- "স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান বিল, ২০২০" সংসদ থেকে প্রত্যাহার না করায়
- অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিয়ে উত্থাপিত বক্তব্য স্পিকার কর্তৃক প্রত্যাহার করতে বলায়
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০২৩ সংসদে পাস করার প্রতিবাদে
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) বিল, ২০২২ এ সংশোধনী গ্রহণ না করায়
- "ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ২০২৩" বিলটি সংসদে পাস করার বিরোধীতা করে

কোরাম সংকট

ব্যয়িত সময়

- মোট ৬৮ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৭.০%)
- কার্যদিবস প্রতি গড় ১৫ মিনিট

কোরাম সংকটের আধিক্য

- অধিবেশন শুরুর তুলনায় বিরতি পরবর্তী সময়ে কোরাম সংকটের আধিক্য লক্ষ্যণীয়

অধিবেশন শুরুতে কোরাম সংকট

- ৮৬% কার্যদিবসে নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে শুরু
- গড় ৬ মি. ১৭ সে. (১ মি. থেকে ৩৫ মি.)

বিরতি পরবর্তী অধিবেশন শুরুর ক্ষেত্রে কোরাম সংকট

- ১০০% কার্যদিবসে নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে শুরু
- গড় ১৬ মি. ৪৭ সে. (১ মি. থেকে ৫১ মি.)

প্রাক্কলিত অর্থমূল্য

- কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময়ের মিনিট প্রতি ব্যয় ২,৭০,৫৬৮ টাকা
- কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময়ের কার্যদিবস প্রতি গড় প্রাক্কলিত অর্থমূল্য ৪০ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫১৭ টাকা
- মোট কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময়ের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য ১১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫০৫ টাকা।

স্পিকারের* ভূমিকা

- সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা (কটূক্তি/আপত্তিকর শব্দ) ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের নীরবতা-সতর্ক না করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ না করা (বিধি ৩০৭-এর ব্যত্যয়)
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলীয় পরিচিতির ঊর্ধ্বে ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা (বিরোধী দলের কোনো কোনো সদস্যদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে দলীয় পরিচিতির জায়গায় থেকে প্রতিক্রিয়া দেখানো)
- বিলের ওপর সদস্যদের আপত্তি উত্থাপনের প্রেক্ষিতে স্বপ্রণোদিত ব্যাখ্যা প্রদান
- অধিবেশন চলাকালে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকা পালনে ঘাটতি
- স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতার অভাব (শৃঙ্খলা রক্ষা, ফ্লোর আদান প্রদান ইত্যাদি)
- প্রশ্নোত্তর পর্বে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় সময়ক্ষেপন রোধে রুলিং আবেদন করা হলেও এ প্রসঙ্গে স্পিকারের নীরব থাকা
- জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম স্থগিত রাখার প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা কার্যবিধি অনুসরণে হওয়ার পক্ষে রুলিং প্রদান
- স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক নিশ্চিতকরণে ভূমিকা পালনে ঘাটতি

"...আমার অনুমতি সাপেক্ষেই এই বিলটি এসেছে... কেননা এর কিছু গুরুত্ব আছে... কেননা এই তিনটি বিল আমাদেরকে পাস করিয়ে দিতে হবে, কাজেই সেই বিবেচনায় আমি বিলটি আসার অনুমতি দিয়েছি... আপনাকে ধন্যবাদ"

- স্পিকার

*স্পিকার বলতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং সভাপতিমন্ডলীর প্যানেলের সদস্যদেরকে বোঝানো হচ্ছে

তথ্যের উন্মুক্ততা

সরাসরি সম্প্রচার

- সংসদীয় কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত
- সংসদের নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে রেকর্ডকৃত অধিবেশনের কিছু কিছু অংশ অনুপস্থিত
- উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কার্যক্রমের বিশেষ কিছু অংশ প্রচারে বিঘ্ন ঘটনাতো ও রেকর্ড না রাখার অভিযোগ

প্রতিবেদনের সহজলভ্যতা

- সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদন সকলের জন্য সহজলভ্য নয়

তথ্য প্রকাশ

- সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্য সংসদের ওয়েবসাইটে অনুপস্থিত
- সংসদ সংদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে অনুপস্থিত
- সংসদে ও কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি

"গতকালকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল...কালকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে পয়েন্ট অব অর্ডারে আমি যে কথা তুলেছিলাম, মাননীয় দুজন সিনিয়র পার্লামেন্টারিয়ান এটার জবাবও দিয়েছিলেন। শুনলাম যে ওই সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সম্প্রচার বন্ধ ছিল। বিষয়টি (আলোচনার ফুটেজ) এখনো পর্যন্ত আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। আজকে ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগ, এখানে প্রতিনিয়ত আমাদের এই সংসদ লাইভ প্রচার করা হয়। এখানে আমরা বিরোধীদলীয় মাত্র কয়েকজন সদস্য। এ বিষয়ে আমরা আশঙ্কা করতেই পারি যে আমরা দু'একটি কথা বলার সময় যদি প্রচার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা ধরে নেব আমাদের কথাগুলো বাইরে প্রচারের বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে"।

-অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য

তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ	একাদশ সংসদ
পেশা (ব্যবসায়ী)	৫৮%	৫৭%	৫৯%	৬২%
সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৫৫%	৬৩%	৬৩%	৫৬%
সংসদ নেতার গড় উপস্থিতি	৫২%	৮০%	৮২%	৯২%
বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	১০%	২%	৫৯%	১৯%
ওয়াক আউট	৯৯ বার	৫৪ বার	১৩ বার	৬ বার
সংসদ বর্জন (কার্যদিবস)	৬০%	৮২%	০%	০%
রাষ্ট্রপতির ভাষণে ওপর আলোচনা (ব্যয়িত সময়)	-	১৭%	২২%	২২%
রাষ্ট্রপতির ভাষণে ওপর আলোচনা (সদস্যদের অংশগ্রহণ)	৩৯%	৮৫%	৮৫%	৮৩%
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব (ব্যয়িত সময়)	-	৩%	৩%	২%
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব (সদস্যদের অংশগ্রহণ)	-	৩২%	২৭%	১১%
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব (ব্যয়িত সময়)	-	১৮%	১৫%	৫%
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব (সদস্যদের অংশগ্রহণ)	-	৮১%	৭৩%	৩৯%

তুলনামূলক চিত্র...

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ	একাদশ সংসদ
আইন প্রণয়ন (ব্যয়িত সময়)	৯%	৮%	১২%	২১.৫%
আইন প্রণয়ন (সদস্যদের অংশগ্রহণ)	-	১৬%	২৬%	১৫%
বিল পাসে ব্যয়িত সময়	২০ মিনিট	১২ মিনিট	৩১ মিনিট	১ ঘণ্টা ০৮ মিনিট
গড় কোরাম সংকট (কার্যদিবস প্রতি)	৩৭ মিনিট	৩২ মিনিট	২৮ মিনিট	১৫ মিনিট
কোরাম সংকটের মিনিট প্রতি প্রাক্কলিত অর্থ মূল্য (টাকা)	১৫ হাজার	৭৮ হাজার	১ লক্ষ ৪০ হাজার	২ লক্ষ ৭০ হাজার
কোরাম সংকটের প্রাক্কলিত মোট অর্থ মূল্য (টাকা)	২০ কোটি ৪৫ লক্ষ	১০৪ কোটি ১৭ লক্ষ	১৬৩ কোটি ৫৭ লক্ষ	১১১ কোটি ৩৩ লক্ষ
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	• সংসদ গঠনের প্রায় দেড় বছর পর কমিটি গঠন • বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	• প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন • ২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য	• প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন • ১টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য	• প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন • ৪টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতি	৬৫%	৬৩%	৫৫%	৬২%

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত যা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক
- আসনের দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের জোটভুক্ত হওয়ার কারণে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা পালনে ঘাটতি; ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য বিরোধী দলের তুলনামূলকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন
- সংসদ সদস্যদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেয়ে দলীয় ভূমিকা পালনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ; দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে থেকে সরকার ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে একপাক্ষিকভাবে দলের প্রশংসা ও অন্য দলের সমালোচনায় অধিক মনোযোগ
- জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমসমূহে তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান (কার্যক্রম স্থগিত রাখা, চলমান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অনালোচিত থাকা ইত্যাদি) এবং সার্বিকভাবে বিগত সংসদগুলোর চেয়ে (নবম ও দশম সংসদ) ব্যয়িত সময় ও অংশগ্রহণের হার কমে যাওয়া
- পূর্বের সংসদগুলোর চেয়ে আইন প্রণয়নে (বিল পাস) গড় সময় বৃদ্ধি পেলেও সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক বিতর্কের ঘাটতি; সরকারি দলের অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ শুধু বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ...

- বরাবরের মতোই প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বিশ্লেষণ ও জবাবদিহিতা অনুপস্থিত। স্বল্প সময়ের মধ্যেই নামমাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন করেই বাজেট ও অর্থবিল পাস
- সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অনুপস্থিতি, কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা, দক্ষতার ঘাটতি, প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ, মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটানো ও মতামত গ্রহণ না করার প্রবণতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা হ্রাস
- স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন, নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান, দেশের জরুরি পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কমিটির কার্যক্রমের ঘাটতি
- স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রতিবেদন সহজলভ্য না হওয়া এবং প্রতিবেদন তৈরির নির্ধারিত একক কাঠামো না থাকায় কমিটির সুপারিশ ও তা বাস্তবায়নের চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়
- সদস্যের আচরণ ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা, অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ বন্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে স্পিকারের যথাযথ ভূমিকা পালনে ঘাটতি
- সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি; আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি

সুপারিশ

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে, যাতে সংসদের মৌলিক ভূমিকা - জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়

২. জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের সকল সদস্যকে দলীয় অবস্থানের ঊর্ধ্বে কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়

৩. সংসদ অধিবেশনে কার্যক্রমের যথাযথ বিন্যাস নিশ্চিত করতে বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে এই ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা ও টেবিলে উত্থাপনের মাত্রা হ্রাস করে সরাসরি আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য কার্য উপদেষ্টা কমিটিকে ভূমিকা পালন করতে হবে

৪. সদস্যদের দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে অনাস্থা ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী মত প্রকাশ, বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে

৫. আইনের খসড়ার ওপর আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে সদস্যদের আগ্রহ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, অন্যদিকে খসড়ার ওপর জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত সকল বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ ও গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে

সুপারিশ...

৬. বিল ও বাজেটসহ যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত সকল মতামত এবং নোটিশ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক গ্রহণ বা খারিজ করতে হবে। কোনো মতামত বা নোটিশ গ্রহণ বা খারিজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী হতে পর্যাপ্ত যুক্তি উপস্থাপিত না হলে সে বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন বা অভিমত উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে

৭. রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা বিষয়ক আলোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে

৮. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি মনোনয়ন স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত হতে হবে। নির্বাহী বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে

৯. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে। সংসদীয় কমিটির স্বকীয়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ‘জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি আইন’ দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে

১০. ২০১০ সালে সংসদে বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত ‘সংসদ সদস্য আচরণ আইন’ আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে যুগপোযোগী করে সংসদে উত্থাপন করে আইনে রূপান্তর করতে হবে

১১. সংসদে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, অহেতুক প্রশংসা ও সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ (অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ) না করে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গঠনমূলক বির্তক নিশ্চিত করতে দলীয় প্রধান, হুইপ ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে

সুপারিশ...

১২. সংসদীয় কার্যক্রম বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে সংসদীয় চর্চা ও আচরণ, আইন প্রণয়ন ও জবাবদিহিমূলক বিতর্কে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

১৩. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যমুক্ত উন্নয়ন, লিঙ্গীয় সমতা, নারী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য সংসদে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে

১৪. বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংসদের তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ অনুসরণ করে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করতে হবে যেখানে সংসদের চলমান অবস্থার হালনাগাদ তথ্যের পাশাপাশি আর্কাইভের তথ্যসমূহ প্রকাশিত থাকবে। বিশেষ করে ওয়েবসাইটে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহের প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে-

- সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য (কার্যবিবরণী, বৈঠকে উপস্থিতি, প্রতিবেদন ইত্যাদি)
- সদস্যের পরিচিতির অংশে নির্বাচনের হলফনামায় প্রদত্ত সকল তথ্যের পাশাপাশি সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিষয়ক তথ্য (যেমন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে উপস্থিতি, কার্যক্রমভিত্তিক অংশগ্রহণ, প্রদত্ত নোটিশ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য, কমিটি সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় ও তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ)
- জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত তথ্য

ধন্যবাদ

পরিশিষ্ট

মৌলিক তথ্য (প্রতিনিধিত্বকারী দল (২০১৯/২০২৩))

রাজনৈতিক দল	আসন বিন্যাস			
	২০১৯		২০২৩	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
সরকারি দল				
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০২	৮৬.৩	৩০৫	৮৭.১
অন্যান্য শরিক দল	১০	২.৯	১২	৩.৪
প্রধান বিরোধী দল				
জাতীয় পার্টি	২৬	৭.৪	২৭	৭.৭
অন্যান্য বিরোধী দল				
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭	২.০	০	০.০
গণফোরাম	২	০.৬	২	০.৬
স্বতন্ত্র সদস্য	৩	০.৯	৪	১.১
মোট	৩৫০	১০০	৩৫০	১০০

বয়সভিত্তিক হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

- **একাদশ জাতীয় সংসদ:** ২৬-৬০ বছর বয়সের (৩৮.২%) তুলনায় ৬০ ঊর্ধ্ব বয়সী (৬১.৮%) সদস্যদের হার বেশি
- **১৭তম ভারতীয় লোকসভা:** ২৬-৬০ বছর বয়সের (৫৫.৫%) তুলনায় ৬০ ঊর্ধ্ব বয়সী (৪৪.৫%) সদস্যদের হার কম
- **যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্স:** ২৬-৬০ বছর বয়সের (৭২.৮%) তুলনায় ৬০ ঊর্ধ্ব বয়সী (২৭.২%) সদস্যসের হার সবচেয়ে কম

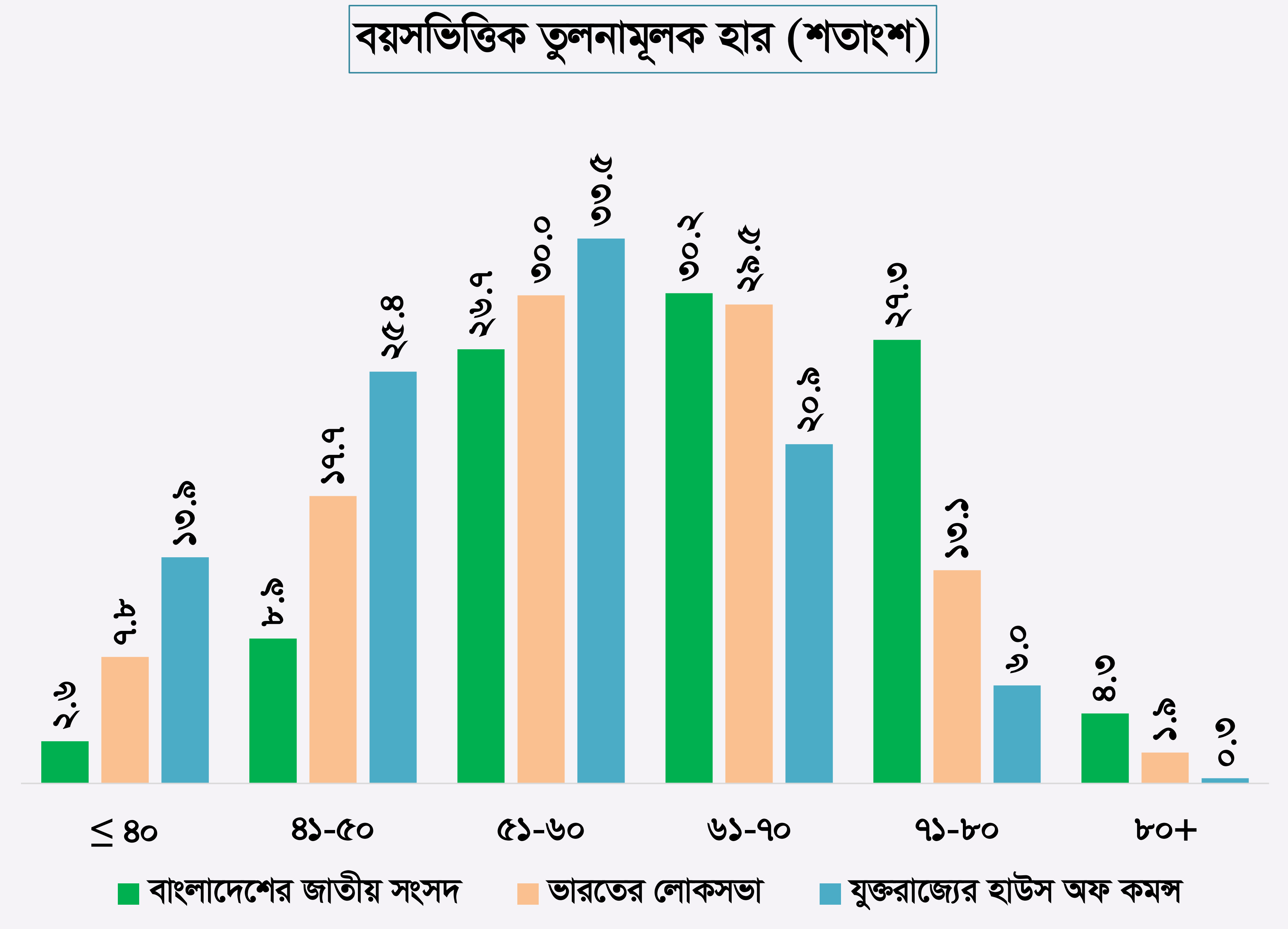

বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল, ২০২২	
গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	**উল্লেখযোগ্য অগৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ**
• বিভিন্ন দফা ও উপ দফায় নির্বাচন কমিশনারের আগে “অন্যান্য” শব্দ সংযোজন (১৫টি ক্ষেত্রে) • অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট প্রদানের সময়সীমা ১০ কার্যদিবসের পরিবর্তে ১৫ কার্যদিবস করা • “বিধি”, “সদস্য”, “আপিল বিভাগ” এবং “সংবিধান” শব্দসমূহ কি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তা নির্দিষ্টকরণ • রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশিষ্ট নাগরিকের মধ্যে একজন নারী সদস্য রাখার প্রস্তাব	• অনুসন্ধান কমিটিতে সংসদ হতে সরকারি, প্রধান বিরোধী এবং ৩য় বৃহত্তম বিরোধী দল হতে একজন করে মোট তিনজন সদস্য রাখা • অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সদস্যদের নাম প্রকাশ করে জনমত যাচাই করা • নির্বাচন কমিশনারদের বয়স ৫০ বছরের পরিবর্তে ৪০ বছর এবং অভিজ্ঞতা ২০ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর করা (শুধু আমলাদের জন্য পদ সৃষ্টি না করা) • মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্ট্রি অফিস কর্তৃক সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা • ‘দফা ৯’ বর্জন করা যেখানে পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশনারদের কাজকে জবাবদিহির আওতামুক্ত রাখা হয়েছে

বিল বিষয়ক আপত্তি

স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান বিল, ২০২০	
বিল বিষয়ক উত্থাপিত উল্লেখযোগ্য আপত্তিসমূহ	**আপত্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ**
• জয়েন্ট স্টক কোম্পানির লভ্যাংশ সরকার নিতে পারে না • ফাইনান্সিয়াল এ্যক্ট-১৫ এবং কোম্পানী এ্যক্ট ১৯৬৯ এর সাথে সাংঘর্ষিক • রাজনৈতিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে • প্রতিষ্ঠানগুলোর টাকা সরকার নিয়ে গেলে তাদের শেয়ার বাজারের দাম পড়ে যাবে; পুঁজি বাজার ধ্বংস হয়ে যাবে • প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্বৃত্ত অর্থের পরিবর্তে পাচারকৃত অর্থ, শেয়ার বাজার, খেলাপী ঋণের অর্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানো • এই আইন জনবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী ও বিপদজনক। অনুচ্ছেদ ৭০ উঠিয়ে নিয়ে সকলের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন	• ব্যাংক ও পুঁজি বাজার প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের কাজের সাথে তুলনা এবং ২০১০ সালের পর পুঁজিবাজারে উল্লেখযোগ্য কোনো সমস্যা না তৈরি হওয়ার দাবি • পূর্ববর্তী সরকারের একজন মন্ত্রীর সাথে তুলনা করে নিজেকে চলমান সময়ের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী দাবি • এই আইনের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের অর্থে প্রতিষ্ঠিত বিধায় লাভজনক অবস্থায় তাদের অনিয়ন্ত্রিত অর্থ খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে • এই আইনের মাধ্যমে কিছু প্রতিষ্ঠানকে সরকারের তদারকির আওতাধীন করা যাবে • সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা না দিলে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা আসবে না

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম (প্রশ্নোত্তর পর্ব)

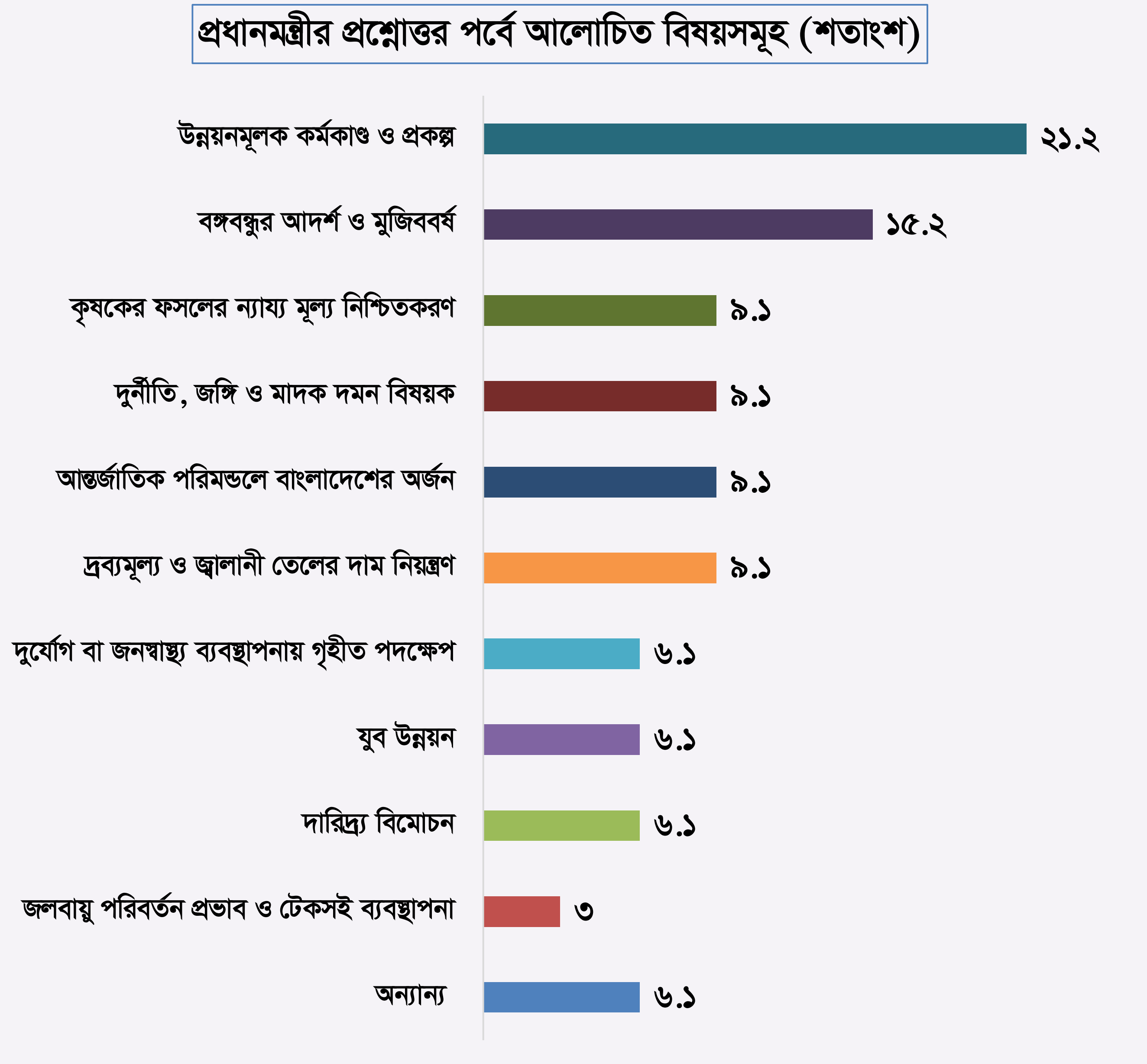

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রাপ্ত প্রশ্নের হার

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা	শতকরা (%)
সর্বাধিক প্রশ্নপ্রাপ্ত ৪টি মন্ত্রণালয়		
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২২	১১.০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৩	৬.৫
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১২	৬.০
শিল্প মন্ত্রণালয়	১২	৬.০
সর্বনিম্ন প্রশ্নপ্রাপ্ত ৪টি মন্ত্রণালয়		
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১	০.৫
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১	০.৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১	০.৫
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	০.৫

সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি (দলভিত্তিক ও মন্ত্রীদের গড় উপস্থিতি)

সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক গড় উপস্থিতির হার (কার্যদিবস)

দলের নাম	২৫% বা তার কম	২৬%-৫০%	৫১%-৭৫%	৭৬% বা তার বেশি
সরকারি দল	৪.৫% (১৪)	২৭.২% (৮৫)	৫৪.৫% (১৭০)	১৩.৮% (৪৩)
প্রধান বিরোধী দল	১৯.২% (৫)	২৩.১% (৬)	৪২.৩% (১১)	১৫.৪% (৪)
অন্যান্য বিরোধী দল	৮.৩% (১)	৫০.০% (৬)	৪১.৭% (৫)	০% (০)
সার্বিক	৫.৭% (২০)	২৭.৭% (৯৭)	৫৩.১% (১৮৬)	১৩.৪% (৪৭)

মন্ত্রীদের গড় উপস্থিতির হার (কার্যদিবস)

২৫% বা তার কম	২৬%-৫০%	৫১%-৭৫%	৭৬% বা তার বেশি
০%(০)	৩৪.৮%(৮)	৬০.৮(১৪)	৪.৪%(১)

৫৯

কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান দুইটি পেশার তুলনামূলক চিত্র (শতাংশ)

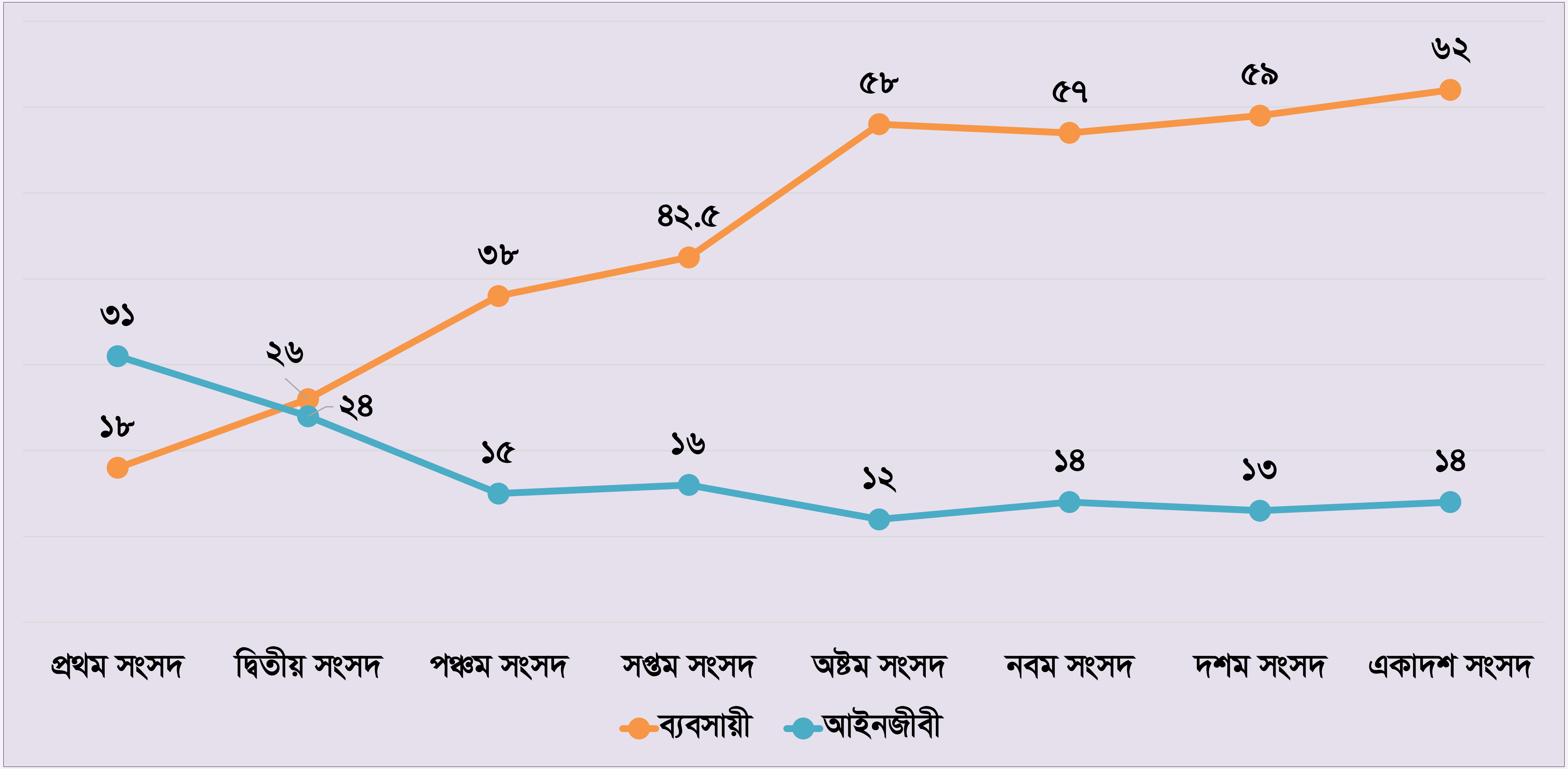

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

লক্ষ্য	আলোচ্য বিষয়সমূহ
লক্ষ্য ১: দারিদ্র্য বিমোচন	দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত পদক্ষেপ ও সাফল্য, সামাজিক নিরপত্তা বেষ্টনি, বিভিন্ন ভাতা, চা শ্রমিকের পরিবারকে অর্থ বিতরণ ইত্যাদি
লক্ষ্য ২: ক্ষুধা মুক্তি	দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষকদের জন্য পল্লী রেশনের ব্যবস্থা ও যৌক্তিক ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, টিসিবিকে শক্তিশালী করা, খাদ্যে ভেজালরোধ ইত্যাদি
লক্ষ্য ৩: সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, বিভিন্ন পরিকল্পনা, পদক্ষেপ, বাস্তবায়ন, মাদক সমস্যা সমাধান ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি
লক্ষ্য ৪: মানসম্মত শিক্ষা	শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, সমন্বিত শিক্ষা আইন, প্রাইমারি স্কুলের অবকাঠমোগত উন্নয়ন, চা বাগান এলাকায় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি
লক্ষ্য ৫: লিঙ্গ সমতা	নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাল্যবিবাহ রোধ, ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ, ডেজার্টেড ওমেন্স ইকুইটি, পার্বত্য এলাকার নারীদের উন্নয়নে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা স্থাপন ইত্যাদি
লক্ষ্য ৬: বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন	এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য প্রকল্প গ্রহণ, টিউবওয়েল, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা, আধুনিক বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্র, বর্জ্য অপসারণে ইপিটি স্থাপন ইত্যাদি
লক্ষ্য ৭: সাশ্রয়ী মূল্যের এবং দূষণমুক্ত শক্তি	বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়ন; পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপন
লক্ষ্য ৮: শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	বেকারত্ব দূরীকরণে পদক্ষেপ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জটিলতা নিরসন, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রবৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয়, রেমিট্যান্স, রিজার্ভ বৃদ্ধি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

লক্ষ্য	আলোচ্য বিষয়সমূহ
লক্ষ্য ৯: শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো	রেললাইন ও রাস্তা মেরামত ও সম্প্রসারণ, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, হাইটেক ও টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ, আইটি পার্ক অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা
লক্ষ্য ১০: বৈষম্য হ্রাস	সরকারিভাবে শ্রমজীবী ও গ্রামীণ জনগণের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা, আয় বৈষম্য দূর করা, তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন, নিম্নবিত্তদের জন্য স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি
লক্ষ্য ১১: টেকসই নগর এবং সম্প্রদায়	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেইনটেনেন্স স্কিম করা, গ্রামীণ রাস্তা প্রশস্ত করা, বস্তিবাসীদের জন্য শহরে ফ্ল্যাট নির্মাণ ইত্যাদি
লক্ষ্য ১২: পরিমিত ভোগ এবং উৎপাদন	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জটিলতা নিরসন, রিসাইক্লিং ইনসিনারেশন ব্যবস্থা
লক্ষ্য ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, নদী দূষণ রোধ, পদ্মা, মেঘনাসহ সকল নদী নিয়ে মাস্টার প্ল্যান ইত্যাদি
লক্ষ্য ১৪: জলজ জীবন	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা ঘোষণা, অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অ-নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ রোধে আইন পাস ইত্যাদি
লক্ষ্য ১৫: স্থলজ জীবন	বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, প্রাণিকল্যাণ নিশ্চিত করণার্থে আইন পাস ইত্যাদি
লক্ষ্য ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার, এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া, দুর্নীতি রোধে আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ, নারী ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার, দুদকের স্বাধীনতা বৃদ্ধি ও উপজেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ইত্যাদি
লক্ষ্য ১৭: লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশীদারিত্ব	ভারতের সাথে পানি চুক্তি, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নের মাধ্যমে সীমান্তের হত্যা নিষ্পত্তি ইত্যাদি